প্রকাশক—

অমল কুমার দাসগুপ্ত

গরফা (রামলাল বাজার) হালতু ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ :

জানুয়ারী, ১৯৫৭

প্রাপ্তিস্থান—

প্রকাশক ও

১। মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা-৫৪

২। মহানাম মঠ, পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া)

৩। মহেশ লাইব্রেরী ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ব্রজগীতিকা

(২য় খণ্ড)

গৌরচন্দ্রিকা

(১)

নদীয়ার পথে কে গো যায় ?
ধীর গতি বিদ্যুত্‌ ধরণী ধূলায়।
তরল হেমবরণ, দরশনে কাড়ে মন ;
প্রেমের মূরতি খানি বুকে নিতে প্রাণে চায়।
বচনে অমিয় মাখা, নয়নে সলিল রেখা ;
উচ্চ রবে অবিরাম হরিনাম গান গায়।
ডাকিতেছে ঘন ঘন, "কে নিবি রে নাম ধন,
বিনামূলে বিকাইব আয় সবে চলে আয়।"

(২)

মোর কৃষ্ণপ্রেম, সখি, পূর্ণিমার ইন্দু।
কলংক লাঞ্ছিত তবু সুধা প্রতি বিন্দু।
সে প্রেম আমার শুধু নয় একেলার ;
সে প্রেম আলোকে স্নাত জগত সংসার।
স্থাবর জংগমে ব্যাপ্ত শ্যাম প্রেম সিন্ধু।
দুর্বিপাক মেঘজালে ঢাকে প্রেম চাঁদে,
হারাল প্রেমের ধন ভেবে মরি কেঁদে ;
দেখি মেঘে আঁখি ঢাকে, নহে পূর্ণ ইন্দু।

(৩)

তোমার মংগল-হস্ত সব শুভ কর্মে—
তোমারে পাই গো যেন জীবন ধর্মে ;
তোমারি আশিস মাগি ভোরে ভোরে যেন জাগি,
তোমার পরশ যেন পাই মর্মে মর্মে।
উৎসব সমারোহে, যেন তব নাম গাহে,
বিপদে আবরি রেখো কল্যাণ কর্মে।
চলিতে জীবন পথে, সারথি রহিও রথে,
ধরিও বিবেক রশ্মি অকর্মে বিকর্মে।

(৪)

বেদনা তরংগ উতাল হইয়া হল রে অশ্রুবন্যা।
ভাসাইল মোর দেহ গেহ সবই ভাসিল রে ঘরকন্না।
টুটে গেল মোর কুলের ধর্ম
ভেঙে গেল সুখস্বপন হর্ম্য
আপন বলিতে কিছু না রহিল হইনু সর্ব শূন্যা।
প্রিয়েরে হারায়ে হারানু সকলি জীবন রিক্ত নিঃস্ব,
ঝটিকা আঘাতে ছিন্নভিন্ন তরুর করুণ দৃশ্য ;
এ হেন দশায় বাঁচা হৈল দায়
জীবন উৎস শুকাল ত্বরায়—
শীতের আগমে যেমন শুকায় জলহারা নদী শীর্ণা।

(৫)

কঠিন নিঠুর হিয়া।
কে বলে তোমায় করুণা সিন্ধু
কে বলে রে দরদিয়া ?
ডেকে ডেকে মোরা হইনু গো সারা,
নীরবে শুনিলে,—নাহি দিলে সাড়া ;
ব্রজ বন পথে পাগলিনী পারা
ভ্রমিনু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

মজাইলে মন, খুয়া গেল প্রাণ ;
ছাড়িনু সংসারি ধন জন মান,
মোরা অকিঞ্চনা কিছু নাই ঘরে
কি আছে তুষিব, কি দিয়া ?
কত দুঃখ দিবে, ওগো দুঃখ দাতা।
কত ব্যথা দিবে, ব্যথার দেবতা ?
গোপিকার প্রাণ কত বা দহিবে
বিরহ দহন জ্বালিয়া ?

(৬)

এই খানে, সখি, নীপবনে
মিলেছিনু প্রাণ-রমণ সনে।
আমারে হেরিয়ে দু' হাত বাড়ায়ে
বুকের মাঝারে নিয়েছে টানিয়ে
নীরবে নয়ন নয়নে রাখিয়ে
হেসেছিল চাঁদ বদনে।
সায়াহ্ন বেলায় ভানু অস্ত প্রায়
আরক্ত আঁখিতে কানু মুখে চায় ;
যেতে যেতে রবি ফিরে ফিরে দেখে
যুগল মধুর মিলনে।

আসন্ন সন্ধ্যায় নদী বয়ে যায় ;
মিলনের ছায়া জলে ভেঙে যায় ;
দুই দেহ মিশে এক হয়ে ভাসে
ধীর যমুনা বহনে ।

(৭)

তোমার আঁখির মোহন চাহনি
কাড়িয়া নিয়াছে চিত্ত আমার—
আর ত ফিরাতে পারিনি ।
এ মন আর ত বসে না সংসারে ;
উতলা হইয়া বনে বনে ফেরে ;
যেখানে তোমার বাঁশরী স্বনিছে
সেথা ছুটে চলে তখনি ।
মন হারাইয়া বাঁচিব কেমনে ?
মন লইয়াছ—লহ এ জীবনে ;
দেহ মন প্রাণ সবই কেড়ে লহ
ছেদ-হীন কর মিলনী ।

(৮)

যে অবধি তুমি গিয়াছ ছাড়িয়া ধূলি হল মোর শয়ন ;
যে অবধি তব হেরিনি বদন আঁধারিল মোর নয়ন ।

যে অবধি তব দেখি নাই হাসি,
সে অবধি হাসি আমি ভুলিয়াছি ;
সে অবধি মোর ঝরে ত্ব'নয়ন
সম্বল শুধু রোদন।

যে অবধি তব হারান্থ সংগ
কেঁদে মরে মোর বিরহী অংগ ;
সব আশা ভাঁড় ভেঙে চূরমার
বেঁচে থাকা অকারণ।

(৯)

ঝড় নাই ঝঞ্ঝা নাই লণ্ডভণ্ড ব্রজ-জীবন,
বৃষ্টি নাই বন্যা নাই জলে ডুবল বৃন্দাবন।
মেঘ নাই নাই বিজলী কোথা হতে বজ্রপাত ?
মারী নাই লড়াই নাই নারীর চোখে অশ্রুপাত।
মায়ের বুকে কাঁদে শিশু, মা কেন রে দেয় না স্তন ?
গাভীর বাটে নাই রে ত্বগ্ধ, দধি মন্থন শব্দ নাহি,
কথা বার্তা কেউ কহে না, বোবার মতন রহে চাহি
মাঠের শস্য পেকে পড়ে কোথা রৈল কৃষকজন ?
কি যে ছিল কি যেন নেই বুঝায়ে বল্ আমায় তা।
বেদনার মূরতি হেথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা।
কি হারাল কি খোয়াল ব্রজের কেন দশা এমন ?

(১০)

বিরহ অনলে সখি ভালোবাসা পোড়ে না।
অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণ সম জ্বলে রঙ্ কমে না।
কাছে যবে ছিল শ্যাম
তারে চোখে দেখিতাম ;
মাঝে মাঝে গৃহ কাজে যেতে ভয় ছিল না।
আজিকে সে গেছে ছাড়ি ;
অন্তরে নিয়ত স্মরি ;
আন্ কাজে দিলে মন ভাঙে মোর সাধনা।
নিবিষ্ট শিল্পীর সম
গড়ি প্রেমশিল্প মম ;
অবসর নাহি মোর নাহি আন্ ভাবনা।

(১১)

কি হাল হল রে তোর, ওরে ভানু বালা,
চাঁদ মুখে কৃষ্ণমেঘ সোনা অংগ কালা।
বিরহ আগুনে তোর অন্তর অরণ্য জ্বলে
নিবে না সে দাবদাহ অবিরল আঁখিজলে।
বিপর্যস্ত বেশ বাস নাহি বহে নিঃশ্বাস
আছে কি না আছে প্রাণ নাহি যায় বলা।
বিকালি সর্বস্ব তোর 'কঠিনেরে ভালোবাসি'
সকলি লইল কাড়ি চতুর বেপারি আসি।

কৃষ্ণ নাম হল সার, অনাথিনী রাধিকার ;
নামী নাই আছে নাম পারাবারে ভেলা।

(১২)

বাসন্তী পূর্ণিমা এল বরষ অন্তে।
পুষ্পদোলে দোলে মন নব বসন্তে।
বনে বনে শ্যামলতা
হাসাল কুসুম পাতা
আবীরের রং ঢালা পূরব দিগন্তে।
শ্যাম শোভা মাঝে শ্যাম
পুরাইবে মনস্কাম ;
দুলিবে মিলন দোলা ব্রজ-বনপ্রান্তে।
অনুরাগ ফাগ ছুঁড়ে
রাঙাইব প্রাণ বঁধুরে ;
অন্তরের অন্তঃপুরে রাখিব একান্তে।

(১৩)

হৃদি বৃন্দাবন ছাড়ি কোথা লুকালে?
না ফুটিতে প্রেমফুল কলি ঝরালে।
কত হাসি সুমধুর, কত বাঁশি কত সুর
মন ভুলানো কত লীলা সকলি ফুরালে।

না হতে যৌবন ভোগ কি দারুণ বিপ্রয়োগ
প্রিয়জন অনুযোগ কানে না তুলিলে।
অনুকূল বহে বাও পাল তোলা চলে নাও
ঘাটে এসে না ভিড়িতে ভরাডুবি করালে।
ঝংকৃত বীণাতান সমে না আসিতে গান
উচ্চগ্রামে বাঁধা তার সবলে ছিঁড়িলে।

(১৪)

ঘর ছাড়া এক পথিক বঁধুরে
ঘরে ডেকে ভালোবেসে কি ভুল কৈনু রে!
ওরে ঘরের মায়া বাঁধে না তারে,
পথের ডাকে বাঁধন সে ছিঁড়ে;
তার উদাস বাঁশির পাগল সুরে
বেহাগ বাজে রে।
সে যে উড়ে উড়ে করে যাওয়া আসা;
সুখনীড়ে কভু বাঁধে না রে বাসা।
বিদায়ের বেলা দেয় সে আসার আশা,
আঁখি না ঝরে রে।

(১৫)

এ আসিনু কোন্ যমুনায়?
এত নহে কলধ্বনি ঢেউ কেঁদে যায়

এ নহে কালিন্দী কূল, স্মৃতি ব্যথা সুবিপুল
নিরাশা দুস্তর-মরু ধূ ধূ করে হায় !
তীরে কোথা নীপবন, কোথা বাঁশী নিঃস্বনন্
পত্রহীন বংশীবট হারালো ছায়ায়।
নাহি শোভা শ্যামলতা, শ্যামহারা পাণ্ডুরতা ;
সকাতরে ধেনুবৎস কারে যেন চায়।

(১৬)

মথুরা পুরীর গড় কেবা নিরমিল ?
প্রবেশিতে আছে পথ ফিরিতে নহিল।
সেখানে সে লয় বাসা
না জানি তার কি যে ভাষা !
কালি বলি গেল চলি, কত কাল গেল
দানব নাশিতে গিয়া
মজিল সে কি দেখিয়া ?
স্বর্ণ সিংহাসন ব্রজ-প্রেমেরে ভুলাল।
বাঁশি ছেড়ে ধরি অসি
দণ্ড দিল কংস নাশি—
সে দণ্ড আমারো বুকে শেল প্রহারিল।

(১৭)

বঁধুর লাগিয়া সখি সহি মর্ম বেদনা ;
এই ত তপস্যা মম এই দুঃখ সাধনা।
বঁধু যদি এই ব্রজে, ফিরিয়া না আসে নিজে
মানস মূরতি গড়ি, করিব রে ভজনা।
তাঁর কীর্তি জয় গান গাহিয়া জুড়াব প্রাণ,
মেনে নেব পরাজয় শত অবমাননা।
দূর দেশে যদি বঁধু সুখে আছে জানি শুধু
তাঁর সুখে সুখ মানি নাহি অন্য কামনা।
ঝরিলে এ আঁখি জল যদি তাঁর অমংগল,
ধৈরযে বাঁধিয়া বুক নিবারিব রোদনা।

(১৮)

কহিতে সরম লাগে, তবু কই, শোন ওরে সই।
বুকে ঠাঁই দিল মোরে, পায়ের যোগ্য আমি নই।
প্রেমসিন্ধু তাঁর অতল অপার
ধন্য আমি রে কণা পেয়ে তাঁর
সংসারেতে যত স্নেহ মায়া প্রীতি
তুচ্ছ সকলি সে প্রেম বই।
তাঁর পদধূলি যদি শিরে পাই
শত অপযশে তিল না ডরাই ;

তাঁর বক্ষোমাঝে শরণ পাইলে
শত পদাঘাতে কাতর নই।
সে যদি আমারে নাহি ছেড়ে রয়,
শতজনে ছেড়ে গেলে কিবা ভয় ?
অন্তর জুড়িয়া সে যদি রহে রে
শত নিপীড়নে ভীত না হই।

(১৯)

কেন কাঁদি বলা যাবে না।
জানি পথ, যেতে পারি না।
গোপকুল নারী দীনা অতি দীনা
মধুপুরী যাব—ভাবিতে পারি না ;
মোর অধিকার তাঁর-ই কাছে শুধু
আন্ লোক তাহা জানে না।
গোপনে যে প্রেমে করেছি লালন
তারে প্রকাশিতে আছে রে বারণ
আত্মসুখ লোভে প্রিয়ের অপ্রিয়
কভু ত করিতে পারি না।
দুঃখের জীবন সে দিল আমারে ;
সুখ শান্তি সখি নহে মোর তরে ;
প্রিয়ের অন্তরে একটুকু ঠাঁই
তাহা বই কিছু চাহি না।

(২০)

ব্রজগোপী প্রেম, অপ্রাকৃত হেম,
পেলে অণুকণা ধন্য হই ;
তার মধুরিমা, কে করিবে সীমা,
স্বর্গ সুখ—তারে তুচ্ছ কই।
রাস কেলি রস, অমৃত নির্যাস,
বিন্দু আস্বাদনে কাটে মায়াপাশ ;
ষড় রিপু জ্বালা, নিমেষে জুড়ায়,
পরা শান্তি নীরে ডুবিয়া রই।
রাধাশ্যাম প্রেমে অনন্ত মিলন ;
অনন্ত বিরহে অনন্ত রোদন ;
যত যত পাই ততই আকুতি—
যুগল প্রেমের তুলনা কই ?

(২১)

বিরহ ব্যথায় ভূমি বিছানায়,
রয়েছি পতিত মিলন বাঞ্ছিত
বিয়াকুল তব প্রতীক্ষায়।
হতাশার ঝটিকা বহি বারে বারে ;
প্রাণের প্রদীপ চাহে নিভাবারে ;

ধৈর্য আবরণে আচ্ছাদি রাখিরে ;
প্রতি পলে যুগ কাটিয়া যায়।
তোমারেই শুধু চাহিগো দেখিতে
তোমা বিনা আন্ পারিনে চাহিতে,
তব সুধাবাণী চাহি গো শুনিতে।
প্রাণের কমল ফুটিবে কেবল
তব প্রেমারুণ-কর ধারায়।

(২২)

আজি শারদ সায়াহ্ন বেলা
মেঘে রোদে কি অপূর্ব খেলা।
মনে পড়ে, সখি, শ্যাম প্রাণধনে
যে খেলা খেলিল যমুনা পুলিনে ;
রৌদ্র বরণা লক্ষ শত ব্রজললনার মধ্যগত
নীরদ কান্তি ঘুচায়ে আর্তি
করেছিল রাস নৃত্য লীলা।
ঊর্ধ্ব গগনে আজি সে নৃত্য,
হেরিয়া মুগ্ধ ব্যাকুল চিত্ত ;
আয় সবে নিরিবিলি প্রীত সৌরকরে মিলি
ঘনশ্যামাংগে মিশায়ে অংগ
রচি পুনঃ সেই রাসের মেলা।

(২৩)

কেন কহ গো প্রিয়তম এত ভালোবাসিলে ?
কেন বা গেলে চলি নয়ন আঁড়ালে ?
মোরা কি কুসুম মালা
বাসি হলে—ফেলে দিলা ?
প্রাণ নিয়ে হেলা খেলা
কি কারণে করিলে ?
প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ওগো খেয়ালী !
গোকুলে বাঁধায়ে গোল চকিতে গেলে চলি,
বুকেতে অনল জ্বেলে
নিভাতে অনিচ্ছু হলে
কি জ্বলনে জ্বলে মরি, তুমি না জানিলে।

(২৪)

মানিনি তোর মান ছেড়ে দে
মাধব তোর এল ঘরে।
অফুরাণ তাঁর প্রেমের খনি
সে প্রেম সবে যাচ্না করে।
তাঁর-ই প্রেমামৃত রাশি
লক্ষ ধারায় ঝরে পড়ে।
যে যেমনে ভজে তাঁরে
সে পায় তাঁরে তেমন করে।

তাঁর প্রেমের কিরণ তপন সম
বিশ্বভুবন আলো করে।
অনশ্বর সে প্রেমের ভাণ্ডার
বিলায় যত ফুরায় না রে
তুই শুধু নয়,—বিশ্ব আতুর
বিশ্বনাথে পাবার তরে।
তাঁরি লাগি বিশ্ব কান্না
বুঝি, তোর নয়নে নিত্য ঝরে।

(২৫)

নিতান্ত নিলাজ হয়ে, যদুরাজ,
তোমারে করি এ মিনতি ;
একবার ফিরি, এস ব্রজপুরী,
রাজ কাজে দিয়ে বিরতি।
হোথা মধুপুর উৎসব নিরত,
এথা নন্দপুর শোকশেলাহত ;
সবে জীবন্মৃত রয়েছে পতিত—
মনোবেদনার মূরতি।
দেখ এসে তব প্রেম কাঙালিনী—
গোকুল ললনা অশ্রু প্রবাহিনী—
ঝটিকা আহতা লতিকার মতো
ভূমিতল করে বসতি।

(২৬)

যেমন আছিল এই ব্রজধাম

তেমনি কি তা আছে ?

সেই নদী সে আকাশ সে পবন নাচে ?

কর্ম্মময় লোকালয়

যোগায় কিরে বস্তু নিচয়

ভাণ্ডার আছে কি ভরা—

সংসার চলিছে ?

নাই আজি একজন

পরম প্রাণের ধন

নাহি তার সুধাবাণী

বাঁশি থেমে গেছে।

নাহি সে পরশ সুখ

প্রাণ কাড়াণ হাসি মুখ—

বুক ভরা 'রাই' ডেকে

আসিত যে কাছে।

তাঁর অভাবে কিছু নাই

সবি শূন্য মোর ঠাঁই

মন প্রাণ সব ছাড়ি

তারি সংগ যাচে।

(২৭)

দূরে গেছ তবু যাওনি ছাড়িয়া রয়েছ অন্তর জুড়িয়া ;
অন্তর হইতে বাহিরে এস গো, হেরি দু' নয়ন ভরিয়া।
অনুপম রূপে দাঁড়াও সুমুখে মনোহর গীতি গাও বেণু মুখে ;
প্রেম আলিংগনে জুড়াও হৃদয় রহি চিরানন্দে ডুবিয়া।
অন্তরে বাহিরে সুমুখে পশ্চাতে দশদিকে চাহি মিলিতে তোমাতে
দর্শনে স্পর্শনে শ্রবণে বচনে চাহি সংগ প্রতি অংগ দিয়া।

(২৮)

বরষ অন্তে আসিল বসন্ত বিফলে চলিয়া গেল।
শ্যাম বিরহিণী শ্যামলা বনানী পাণ্ডুর বরণী হল।
কেলিকদম্ব সাজিল পাতায় রক্ত পলাশ পতাকা জাগায় ;
বনশিউলীরা বিনি সূতে মালা অকারণে গাঁথি রাখিল।
যমুনা বিহারী না হেরি পুলিনে, মলিনা যমুনা তলদেশে নামে
তীর তরু শাখে বিহগ কাকলি মৌন ব্যথায় থামিল।
ব্যর্থ পবন ঘন নিশ্বসিয়া কুসুম অর্ঘ্য গেল ঝরাইয়া
মুরলীর রন্ধ্রে বাজিবার সাধ চিরন্তরে তার ঘুচিল।

(২৯)

আমারে বাসিয়া ভালো সোহাগে আদরে
একাকিনী তেয়াগিয়া গেলে কি বিচারে ?
হেন নির্ম্মমতা, বঁধু তোমারে না সাজে ;
এ কথা শুনিলে লোকে মরে যাবে লাজে॥

তোমারে গোকুলবাসী জানে প্রেমময় ,
এ নিঠুর আচরণ তোমা না মানয় ।
'আবার আসিব আমি' বলি গেলে যেচে ;
তোমার দর্শন আশে প্রাণে আছি বেঁচে ।
কিশোর কিশোরী প্রেম ভাবো সে কি ছেলেখেলা ?
কি ভাবিয়া, বনমালি কর মোরে হেলা ?
বাঁচিবে না তব সখী তোমার বিহনে ;
কমলিনী শুকায় না কি সৌর-কর বিনে ?

(৩০)

ঝড়ের রাতে দুর্দিনেতে এলে যেদিন বৃন্দাবনে ;
ঘুমন্ত এ গোকুলপুরী কি ধন পেল সে কি জানে ?
যুগে যুগে যোগ সাধনা করেছে কি ব্রজ-জনা
তাই কি তুমি মেঘের মতন
এলে কৃপা বরিষণে ।
গোপ গোপী রাখাল ব্রজের অন্তরংগ যুগ যুগের
কত প্রেমের মূল্যে কেনা
কে জানে আর তুমি বিনে ?
কত বাঁশি কত হাসি, কত ভালোবাসা বাসি
পলকেতে সব চুকিয়ে
কেমনে গেলে কোন্ পরাণে ?

(৩১)

জানত গোকুলবন্ধু হরি !
আমরা গোপের কুলের নারী।
রহি দিন কত শ্রীবৃন্দাবনে ;
(যাদের) বাধিলে কঠিন পিরীতি বাঁধনে।

সহসা পালালে কিছু না বলে,
হেনস্তা করিলে অবলা বলে।
ধরাসনে রাই তোমা না হেরি ;
বুঝি বা পরাণ গিয়েছে ছাড়ি।

ব্রজেতে শোকের অনল জ্বেলে
মধুপুরে, বঁধু, কি লয়ে রহিলে ?
করুণানিধান, বলুক যে বলে ;
গোপীবুকে হানো দারুণ শেলে।

(৩২)

বাজিত যে বাঁশি বনমাঝে, যে আজি বাজিছে মনোমাঝে।
তোরা শুনিস্ নি কি ওগো সই, আমি শুনে পাগলিনী হই।
সে বাঁশির গীতি টানে মোরে নিতি বিহানে বিকেলে সাঁঝে—
আঁধার হইতে মৃত্যু হইতে আলোক-অমৃত মাঝে।

সে গান শুনিস্ নি কি ওগো সই, আমি নিরজনে কান পেতে রই;
মোর বিরহের ব্যথা জুড়ায়ে সে গাঁথা মরমের তারে বাজে
দ্বিধা সংকোচ সংশয় আঁধার ছিন্ন করি আলো রাজে।

(৩৩)

কিবা গান গায় বাঁশি বিজন বনে, মধুর স্বনে।
কার গান গায় পাখি হরিষ মনে, প্রভাত সনে।
কার হাসি পরকাশে পূব গগনে, উষা লগনে।
তারি তরে বারি ঝরে আঁখির কোণে, বাধা না মানে।
কার তরে ফোটে ফুল, বনে অংগনে।
কী সুর মধুর, প্রাণ ভরপুর, ধায় জীবগণে গায়ক পানে।

(৩৪)

মোরা গোকুলের লাজুকা ঝিয়ারী ;
নহে চতুরিকা মথুরা নাগরী—।
তাইকি বঁধুয়া মোদের সংগ মনে লাগিল না তোমারি ?
বুঝিনু মোদের গেঁয়ো ভালবাসা, নারিল মিটাতে তোমার পিয়াসা
মজাতে নারিল রাজকীয় মন সরলা গোপের কুমারী।
বন কুসুমের গাঁথা মালাখানি, কণ্ঠ হইতে খসাইলে তুমি
মুঠিতলে দলি ধরাতলে ফেলি, পর মুকুতার সাতনরী।
উড়ু উড়ু মন চঞ্চল চরণ, গোপিকার বুক কর বিদলন
না চাহ ফিরিয়া নিঠুর অতিথি নব পিরীতির ভিখারী।

(৩৫)

বিরহের বুকভাঙা দুঃখ মিলন দিন দেয় স্মরিয়ে ;
মিলনে যে সুখ, সখি বুঝিনি মিলন সময়ে।
ঝরে ঝরুক অশ্রুধারা, যাউক বক্ষ ভাসিয়া ;
থাকুক বিরহ ব্যথা রাখে প্রেমে জিয়াইয়া ;
যেথা যেথা প্রিয়ের মিলন সেথায় ভূমে করব শয়ন ;
প্রিয়ের কথা ভেবে ভেবে তিলে তিলে যাবো ক্ষয়ে।
যে পথেতে চলে হৃদয়রমণ সেই পথ লব খুঁজিয়া ;
যেথা নীপমূলে বাজাইত বেণু তাঁরে লব বুকে ধরিয়া।
যাই যদি রে মরণ ঘর প্রেম আমারি রৈবে অমর ;
বিরহের আগুনে পুড়ে থাকবে খাঁটি সোনা হয়ে।

(৩৬)

তোমার তুলনা শুধুই তুমি ওগো উজ্জ্বল নীলমণি !
রূপে গুণে অসমোর্দ্ধ তুমি দেখিনু ভ্রমিয়া ভূমি।
নেহারি নীরদকান্তি দ্যুতি মুগ্ধ আবাল যুবক যুবতি,
ব্রজ রমণীরা তোমার মিলনে ধায় যেন গিরি প্রবাহিনী
নয়নে পল্লব দিল রে তাদের, নিমেষ রাখিল তাহে,
যুগ যুগ হেরি সাধ না মিটিল বাড়ে লোভ যত চাহে ;
অনন্ত সুষমা ভাণ্ডার খুলিয়া অংগে অংগে কে দিল কে বাঁটিয়া
তনুতে না ধরে পড়ে উপচিয়া অনন্ত রূপলাবণী।

(৩৭)

দূরে গিয়ে উপদেশ পাঠায়েছ মোরে
তব নাম জপ গানে লভিব তোমারে।
পাইয়া তোমারে, নাথ, হারাইনু কেনো
তাহার জবাব মোরে দিবে কি কখনো?
স্থাপ্যধন চুরি গেলে, উপদেশে তা কি মেলে?
হারাধন ফিরে পেলে প্রাণ উঠে ভরে।
উপদেশ দিও; গুরু, যারে তাহা লাগে
ব্রজবাসী উপদেশবাণী নাহি মাগে।
না এলে খুলিয়া বল, ব্রজ প্রেমে খুঁত ছিল—
ঘুচাব প্রেমের ত্রুটি আত্মদান করে।

(৩৮)

পিরীতি প্রাণের ক্ষেতের ফসল জানি তাহা প্রাণসখি,
প্রাণবল্লভে বুকে না পাইলে ভুবন আঁধার দেখি।
মেঘ যদি রহে দূরের আকাশ পটে—
ধরার তিয়াষা তাহাতে কেমনে মেটে?
তরলিত ধারা ধরার বদনে না দিলে চুম্বন আঁকি।
দেহাতীত প্রেম দেহেরে ভুলিতে পারে না প্রবল প্রয়াসে,
দেহের মিলন না ঘটিলে, হিয়া কেঁদে মরে হাহুতাশে,

নয়নে নয়ন চাহে, অধরে অধর,
পরশ সৌরভ চাহে অন্তর-ভ্রমর ;
বিরহের ছেদ ভরে না ভরে না মিলনেরে দিলে ফাঁকি ।

(৩৯)

রজনীর শেষ যামে—
অতি দুঃস্বপন দেখি (সখিরে) আছি ভীত মনে।
দেখিনু বঁধুয়া বিরস বদন ব্রজ ছেড়ে দূরে যায় ;
রথেতে চলিতে পিছে ফিরে ফিরে চায় ;
আমার নয়নে বারি
ঝর ঝর পড়ে ঝরি ;
বোবা মুখ, ইসারায় ডাকি প্রাণপণে ।
যত ডাকি তত দূরে রথ যায় সরি ;
এগোতে চাহিয়া আমি এগোতে না পারি ;
যত কাঁদি শোনো বঁধু ;
রথের ঘর্ঘরে শুধু—
গুমরি মরম ব্যথা ভাঙিল স্বপনে ।

(৪০)

মোর তরে শুধু রেখে গেছ প্রিয়
বেদনায় ভরা পেয়ালা,
চুমুকে চুমুকে পান করি তাই
শূন্য ঘরে বসি একেলা।
কোথায় লুকালে ওগো মোর সাকী
বেলা যে ফুরাল নাহি আর বাকী ;
তব সাথে দেখা হবে না কি আর—
প্রাণ হল মোর উতলা।
তোমারে খুঁজিতে যেতে চাই ছুটি—
ভূমিতে পড়িয়া খাই লুটোপুটি—
আমার রোদনে পশে না শ্রবণে
জোরে বাঁশি বাজে সুরেলা।

(৪১)

সখি, এবা কি হইল আমারে ?
ক্ষণে তারে পাই ক্ষণেকে হারাই পেয়েও পাইনে তাহারে।
জানি আছে আছে আলোকে আকাশে
অন্তরে বাহিরে মোর চারি পাশে ;
মায়া যবনিকা আবরে নয়ন দেখিনে সে ধন আঁধারে।

পূজা-বেদী-পরে চাহি বসাইতে
ধ্যানের মূরতি হারাই চকিতে ;
বিরহ ব্যথায় বুক ভেঙে যায় কেমনে পাইব তাঁহারে ?
সে বিনে কে কাটে স্বপ্নমায়াজাল ?
কে ঘুচাতে পারে জীবন-পথের জঞ্জাল !
দিবালোকে বসি আলোর লাগিয়া
কাঁদিতেছি হাহাকারে।

(৪২)

ফিরাও বদন, চাহ মোর পানে
কও কথা, ওগো মানিনি !
কত কাল পরে এনু তব দ্বারে
নীরব কেন গো, ভামিনি ?
ক্ষম অপরাধ, লাবণ্য পুঞ্জে ;
লহ হাত ধরে তব নিকুঞ্জে ;
তব তিরস্কার প্রাপ্য আমার
শির পেতে লব, হেমাংগিনী !
যথায় গিয়েছি স্মরেছি তোমারে—
সপথ করিয়া কহি বারে বারে ;
তব প্রেম-সুধা যে করিছে পান
চাহে কি সে অন্য সংগিনী ?

(৪৩)

মম, নিরালা নিকুঞ্জে থাক চির প্রিয়
বাজায়ে মোহন বাঁশরী ;
ছ'টি কান পেতে সে সুর শুনিতে
থাকিব দিবস শর্ব্বরী।
তোমার কোলেতে সঁপিব এ শির,
তব মুখ 'পরে রাখি আঁখি স্থির ;
তব স্মিত হাসি দেখিতে দেখিতে
আপনারে যাবো পাসরি।
বসন্ত সমীর বহিবে সুধীরে,
যমুনা লহরী নাচিবে অদূরে
কুঞ্জ দ্বারে ফুল হাসিতে হাসিতে
গন্ধ সুধা যাবে বিতরি।

(৪৪)

আজিকে সাধের ধড়াচূড়া খোল, ওগো রাখালের রাজা
তোমারে লইয়া হবে ধূলিখেলা সবাই করিব মজা।
নন্দ দুলালে টানিয়া নামাব যেথায় মাটির ধূলি,
সোনার অংগ করি দিবে কালো তব সংগে কোলাকুলি।

হলুদ বসন ছাড়ায়ে তোমারে পরাব রাখাল বেশ ;
খুলিয়া ফেলিব অংগ ভূষণ ঝুঁটি বাধা তব কেশ,
মা যশোদা যদি পাড়ে গালাগাল হাসিমুখে লব সাজা ;
আজি খুলে লব রাজ বেশ তব হবে রাখালের রাজা।

(৪৫)

হৃদয় নিকুঞ্জ দ্বারে
প্রাণকান্ত আসে কি রে
গোপন চরণ পাতে নিভৃত অভিসারে !
অশ্রুরুদ্ধ অন্ধ আঁখি
সোল্লাসে মেলিয়া দেখি—
স্নেহাঞ্চলে কে মুছাল নয়ন আমারে।
দু'বাহু বাড়ায়ে তারে—
যাই বক্ষে টানিবারে
(চটুল) দুষ্ট হাসি অধরেতে, যায় দূরে সরে।
অধরাকে ভালোবাসি,
কেঁদে মরি, দিবানিশি ;
পেয়েছি পেয়েছি ভাবি, পাইনে তাঁহারে।

(৪৬)

এই ঘন বরষায়
কেমনে পরাণ রাখি, কার ভরসায় ?
দূরে ঐ কালো মেঘে,
বিজলীর চমক লেগে
মিলনের হাসি ঝলকায়।
হরষিত কলেবর
গলে পড়ে জলধর ;
আপনারে বিলায়ে ফুরায়।
ঐ হেথা ক্ষীণা নদী
বারি পিয়ে রসবতী
বেগবতী অভিসারে ধায়।
আমার নয়ন ধারা
দগ্ধ বুকে ঝরে সারা
উষ্ণ নিশ্বাসে বাহিরায়।

(৪৭)

আয় সখি, নেমে আয় যমুনার সলিলে ;
জুড়াই অন্তর জ্বালা এই শীতলে,
এ জলের মাঝে, সই, শ্যামের পরশ লই ;
এ জলে মিলেছি কত জলকেলি ছলে।

চড়ি’ নায় যমুনায় সাথে নিয়ে শ্যামরায়
বিহার করেছি কত হাস্য কুতুহলে।
কত সুখস্মৃতি ভরা, এ নদীর জলধারা
জল নয়, শ্যামময় কালিন্দী-হিন্দোলে।

(৪৮)

ওগো কালোমেঘ! দাঁড়াও ক্ষণেক বাতাসের আগে যেও না চলে
বিরহ তাপিত চিত মরু মম ভিজাও বঁধুর বারতা জলে।
দেশে দেশে তব গমনাগমন;
জান ভাল তুমি বঁধু-বিবরণ
তাঁরি লাগি মন চির উচাটন, আঁখি মোর গেছে নিঁদ ভুলে।
তব রূপ ধরে নাহি তব গুণ;
তুমি ঢালো জল সে জ্বালে আগুন;
ঘর ছাড়া করি ফেলি গেল মোরে দহিয়া দারুণ দুঃখানলে।

(৪৯)

তোমারে ভালোবেসেছিনু আমি পরম পুণ্য লগনে।
তদবধি আর পারিনি ভুলিতে শয়নে স্বপনে জাগরণে।
তোমার আমার মিলনের পথে
যত বাধা আসে সরাব দু’ হাতে;
দুস্তর সাগরে বেঁধে দিব সেতু, ডরিবনা গিরি লংঘনে।

নিন্দা করিব মাথার ভূষণ, অপযশ কণ্ঠ হার,—
কলংক করিব নয়ন অঞ্জন অপমান অলংকার ;
তোমারে লভিতে কঠোর সাধনে
শুকাব এ দেহ রহি অনশনে ;
কণ্টক-আকীর্ণ দুর্গম পথ ভরমিব তব সন্ধানে।

(৫০)

তুমি, আসিবে বলি আসিলে না।
শপথ করি রাখিলে না।
তুমি, অতল বিরহ সলিলে
মিলন তরণী ডুবালে।
ওগো, যদুনাথ মধুপুরীতে
পারিলে না কাজ ফুরাতে।
অহো, তোমারে না হেরি নয়নে
গোকুল পড়েছে মরণে।
তার গোঠ মাঠ পথ শূন্য
'হা হা' করে বৃন্দারণ্য।
হের, ব্রজ চোখে মহাকান্না
যমুনায় আনে বন্যা,
মোদের, ব্রজজীবন ব্রজপাল
অন্ধ বধির বনি গেল।

(৫১)

এই যদি হে বনমালি ! ছিল তোমার মনে-মনে ।
এত সোহাগ ভরে আপন করে প্রেমের ডোরে বাঁধলে কেনে ?
বৃন্দাবনে বনবালা
ছিনু মোরা নিরালা ;
মন ভুলানো রূপের মায়ায় ভুলালে কি প্রয়োজনে ?
অন্তরে জেনেছি, সার ;
তুমি, দুখের কর কার্‌বার ।
পিরীতিরে পোড়াও তুমি বিরহের দাব্‌দহনে ।

(৫২)

হাস হাস, সখা, মঞ্জুল হাসি ঐ হাসি বড় ভালোবাসি ।
তনু মনোহর আনন সুন্দর সুন্দরতম সুধাহাসি ।

তোমার হাসিতে, সকলি উজল
তব আনন্দে নন্দিত সকল ;
ভুবন ভরিয়া পড়িছে ঝরিয়া
তোমার হাসির সুষমারাশি ।
চাঁদ হাসে তব হাসির ছটায়,
তরু লতা হাসির পুষ্প ফোটায়
দ্যুলোক ভূলোক হাসিছে পুলকে
নরনারী শিশু মর্ত্ত্যবাসী ।

আছে রোগ শোক বিরহ বেদন,
আছে মৃত্যু আছে ঝটিকা প্লাবন ;
ও মুখের হাসি রাঙায় জীবন
পরমানন্দ পরকাশি।

(৫৩)

তোর মনে কি এই ছিল রে, ওরে প্রাণ কানাই !
(মোদের) এত ভালোবেসে অবশেষে ছেড়ে কেন গেলি ভাই ?
গোঠে মাঠে বটের মূলে, বনে বনে নদীর কূলে,
'কানু কানু কানু' বলে খুঁজে বেড়াই ঠাঁই ঠাঁই।
ছিলি ব্রজের রাখালিয়া, ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়িয়া,
ভাবিতে বুক ফেটে যায় রে, ব্রজে নাই ব্রজের কানাই।
তুই ভালোবেসেছিস্ যত, আমরা পারিনি তত,
সেই অভিমানে গেলি ছেড়ে খুঁজে আর কি পাব, ভাই
গোপ গোপী ঘরে ঘরে, তোর তরে কাঁদিয়া মরে,
আয় ফিরে আয় আপন ঘরে এত ডাকি সাড়া নাই।

(৫৪)

এক কূল ভাঙে গাঙ্ আর কূল গড়ে।
ব্রজকুল ভেঙে পৈল, মধুপুর ভরে॥
এখানেতে হাহাকার, ওখানেতে হাসি।
এথায় ঝরিছে অশ্রু হোথা বাজে বাঁশি॥

এখানে বিচ্ছেদ জ্বালা ওখানে মিলন।
এথায় কান্নার গান সেথায় প্রেম কীর্তন ॥
গোকুলে ডুবিল ভানু, মথুরাতে উঠে।
আঁধার গ্রাসিল এথা সেথা আলো ফুটে ॥
ব্রজ ছাড়ি কৈলা হরি মধুপুরে গতি।
কৈশোর গোকুল ধূপে যৌবন আরতি ॥

(৫৫)

কুটিল কুন্তল শিরে শোভা ভালো,—তুমি তো কুটিলতরো।
নামে কালা তুমি, কালো বরণেতে অন্তরেতে কালো আরো ॥
দানব বধিয়া সুনাম কিনিয়া, হয়েছ নিখিলে সবারি প্রিয়।
রাসযামিনীর কীর্ত্তি কাহিনী তাহাতো জানে না কেও ॥
বাঁশরী বাজায়ে গোকুল মজায়ে, কেড়েছ গোপিনী ধরম।
পথে পথে তারা কেঁদে কেঁদে সারা ছেড়েছে লজ্জা সরম ॥
গোপিনী পরাণ ছিঁড়িয়া ভাঙিয়া সঁপিয়া জ্বলন্ত আগুনে।
গেলে পালাইয়া পরাণ লইয়া মথুরার রাজভবনে ॥

(৫৬)

এবা কি করিলে, বাজিকর!
ব্রজের গোপাল হৈলে মহীপাল
দেখি প্রাণে লাগে ডর।

বাঁশি ছেড়ে ধরলে অসি,
রাখাল ছেলে রণবেশী ;
পাঁচনি ছাড়িয়া কানু হৈলে দণ্ডধর।
সরল মনে গোপের ছেলে
নিতাম তোমায় কাঁধে কোলে ;
(এবে), মথুরায় রাজা হৈয়া হৈলে স্বতন্তর।
কত ভালো বাসিতাম
'কানুভাই' ডাকিতাম ;
মুখের গরাস দিতাম যারে সে হৈল রে পর।

(৫৭)

বিরহ অনলে পুড়ি' এ দেহ হইলে ছাই ;
মুঠি মুঠি নিয়ে তোরা ব্রজেতে ছড়াবি তাই।
যেথা যেথা ব্রজ মাঝে
শ্যাম কীর্তি রহিয়াছে—
সেথা সেথা প্রীতিভরে রাখিবি এ অংগ ছাই।
ভস্মাধারে কিছু পুরি'
নিয়ে যাবি মধুপুরী ;
মথুরানাথের হাতে উপহার দিবি, ভাই।
বলিবি তায় "রাই নাই" ;
এনেছি তার দেহ ছাই ;
'চাহ যদি রাইএর পরশ মাখো অংগে এই ছাই।'

(৫৮)

পথ ছাড়ো গো, রসময়,
রংগ রসের এ নয় সময়।
দেখিছ গাগরী লইয়াছি কাঁখেতে,
জল আনিবারে যাই যমুনাতে ;
হের ঐ বেলা নামে পশ্চিমেতে,
ফিরিব ঘরেতে সন্ধ্যা না হয়।
রাণীমার তুমি আদুরে তনয়,
মোরা কুলবালা আছে লাজ ভয় ;
সন্ধ্যা উতরিয়া ঘরেতে ফিরিলে
অপযশ হবে পাড়াময়।
হেলিয়া দুলিয়া বাজাইছ বাঁশি,
চাঁদ বদনেতে আঁকো বাঁকা হাসি ;
(মোদের) পরাণ সাগরে আবেগ তরংগ
তুলিও না, ওগো গুণময় !

(৫৯)

ব্রজের বন্ধু হইলে কেন সে চিরতরে ব্রজ ছাড়িয়া যায় ?
যশোদা-জীবন হইলে কেন বা দুঃখিনী মায়েরে এত কাঁদায় ?
নন্দদুলাল বলা তারে ভুল বৃদ্ধ বাপের তত্ত্ব না লয়।

রাখালের সখা হইলে কেমনে প্রাণ সখাগণে ভুলিয়া রয় ?
গোপিকারঞ্জন বলিস না তারে গোপীবুক আঁখি জলে ভাসায়,
'রাধাকান্ত' যে বলে ভ্রান্ত, রাধাপ্রেম-তরী গাঙে ডুবায়।
চতুর কিশোর ক্ষীর ননী চোর ; দিন কত ব্রজে সবে মজায় ;
গোপাল হইয়া বাঁশি বাজাইয়া শেষে পলাইয়া গেল মথুরায়।

(৬০)

আমি দুঃখিনী গোপের নারী।
ঘরে ননদিনী পরুষ ভাষিণী, শাশুড়ী বিষের হাঁড়ি।
তুমি হলে আজ মথুরাধিরাজ,
কীর্তি তোমার রটে বিশ্বমাঝ ;
ব্রজ গোপিকার আছে অভিযোগ কেমনে জানাতে পারি।
এই গোপকুলে ছিল একজন—
'কেলেসোনা' নাম, কালো বরণ।
ছলা কলা করি ঘরে ঢুকি মোর সর্বস্ব নিয়াছে কাড়ি।
চিত্ত হরণ বাঁশি বাজাইয়া
তরুণীর মন লয় সে হরিয়া ,
গোকুল মুলুকে করি অনাচার, যমুনা দিয়াছে পাড়ি।
ব্রজবাসী পক্ষে জানাই নালিশ—
সাক্ষী তাহার তুমি ন্যায়াধীশ,
মথুরা নগরে আসামী ফেরার, পরোয়ানা দেহ গ্রেপ্তারী।

(৬১)

নিতান্ত নিলাজ হয়ে, যদুরাজ
তোমারে করি এ মিনতি ;
একবার ফিরি, এস ব্রজপুরী,
রাজকাজে দিয়ে বিরতি।

হোথা মধুপুর উৎসব নিরত,
এথা নন্দপুর শোকশেলাহত ;
সবে জীবন্মৃত রয়েছে পতিত—
মনোবেদনার মূরতি।

দেখ এসে তব প্রেম কাঙালিনী
গোকুল-ললনা অশ্রু প্রবাহিনী ;
ঝটিকা আহতা লতিকার মতো
ভূমিতল করে বসতি।

অস্তগত রবি নিশান্তে উদিত ;
ব্রজভানু হায়, চির অস্তমিত ?
যে গোকুল তব দ্বিতীয় হৃদয়
তার পরে কেন অ-রতি ?

(৬২)

মহামহিম মহিমান্বিতা প্রেমময়ী ব্রজবালা।
যুগে যুগে তব প্রেমালোক মালা জগত করিছে আলা।
কৃষ্ণপ্রেমের পরমা সাধিকা কৃষ্ণ নিবেদিত প্রাণা,
বাইরে অন্তরে জাগৃতি স্বপনে কৃষ্ণরূপ অনুধ্যানা।
বনে উপবনে তটিনী পুলিনে গৃহপ্রাংগণে নিত্য,
দয়িতে তোমার খুঁজিয়া পেয়েছ ; শ্যামময় তব চিত্ত।
মিলনে দ্বিত্ব বিরহে একাত্ম অভিনব প্রেমলীলা,
সাগরে লহরী গগনে পবন তেমতি কিশোরী কালা।
তব পদরজ চুমিয়া শ্রীব্রজ হইল পরম তীর্থ।
তব প্রেমগীতি গাহিয়া রচিয়া ধন্য লক্ষ ভক্ত।
নমি' তব পদে, বিশ্ববন্দিতে দেহ পদাম্বুজে স্থান ;
ক্ষম অহমিকা, হে মহাপ্রেমিকা কর প্রেমামৃত দান।
নিত্য ব্রজধামে দয়িত লাগিয়া গাঁথ যেই বনমালা,
ছিন্ন পল্লব তারি ভিখারী যে ভজে নন্দলালা।

(৬৩)

বন্ধু, তোমারে দেখিনি নয়নে
সে যে কতকাল হলো।
কতদিন মাস বিফল বরষ
কাঁদিয়া কাটাবো, বলো॥

বিশ্বমোহন তব রূপরাশি ;
অংগের লাবণী অধরের হাসি ;
দিব্য জনম ধরম করম
পরাণ ভুলায়ে গেলো।
করুণা নিধান জগদ্‌বন্ধু নাম,
জুড়াইলে জীবে দিয়ে মহানাম ;
অস্পৃশ্য অধমে বুকে তুলি নিলে
কত না বাসিলে ভালো।
তোমা লাগি কাঁদে দীন দুঃখী জন ;
এস ফিরে, বন্ধু, ধরাতলে পুনঃ ;
দাও প্রেমামৃত, জাগাও জীবন,
জ্বালাও আঁধারে আলো।

(৬৪)

"বেলা ঐ যায় যায়, চল সখি যমুনায়
জল্‌কে চল যাই গরিমসি কেন তায় ?"
"জল আনা ছল তোর
ভালো জানা আছে মোর
ভরা জল ঢেলে দিয়ে নিতি যাও যমুনায়।
বেলা যেই আসে পড়ে, দু'টি চোখ চায় কারে ?
আইঢাই প্রাণ তোর কার তরে চিনি তায়।

যেতে যেতে নদী পথে, ফিরে চাও পদে পদে,

পেছনেতে তু'টি আঁখি নাহি দিল বিধাতায়।

রূপসী হইয়া, হায়, পড়িলি কালোর মায়ায়,

বিনামূলে বিকাইলি জীবন তাহারি পায়।

হইয়া কুলের বালা, মাথায় কলংক ডালা

সাধিয়া লইলি তুই, এবে কি হবে উপায়?"

"না না, সখি, ভুল তোর,

গৃহ কাজে মন মোর;

রাজার ছেলে বাজায় বেণু, আমার কি আসে যায়?

জল্‌কে সবাই যায়, মোর বেলা দোষ গায়,

কুটিলারা খোঁটা দিলে, কুলনারী মারা যায়।"

(৬৫)

গোঠে যাবার বেলা হল, কানু রে রৈলি কোথায়?

রাখাল ডাকে ধেনু-ডাকে পাখী ডেকে ডেকে যায়।

গোঠের পথে যেতে ভাই রে, সরে না তুই পা;

তুই না গেলে কোথাও যেতে পরাণ চাহে না;

কোথায় কানু, কোথায় বাঁশি, কোথা বা তোর মধুর হাসি?

না দেখি আঁখির জল বাধা না মানয়।

ধেনু বৎস না ছোঁয় ঘাস না খায় নদীর পানি ;
কান উঁচিয়ে শুনিতে চায় মোহন বেণু ধ্বনি ;
ওরে নিঠুর, ও খেয়ালী, গোকুল ছেড়ে কোথা গেলি ?
প্রেমের রাজ্য ছাড়ি' কে বল্ খুনের রাজ্যে চলে যায়

(৬৬)

বুঝিয়াছি এই কথা সার। (সখি রে)
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম নিখাদ নির্মল হেম—
হেন প্রেম হয়নি আমার।
কৃষ্ণ সংগে হলে যোগ কভু না ঘটে বিয়োগ ;
বিয়োগে মরণ দুর্ণিবার।
বিরহে রয়েছি বাঁচি তাই মনে জানিয়াছি
ভালোবাসা অশুচি আমার।
ভালোবাসি আমি তাঁরে এ মিথ্যা প্রচার তরে
লোক দেখানো ঝরে অশ্রুধার

(৬৭)

(মম,) প্রেম কমল রবে চির বিকশিয়া
শ্যাম তপন কর—আলিংগন লাগিয়া।
বেদনা মলিন পংকে, সরসী আঁখি জলে
সবুজ কণ্টকাকুল উপেক্ষা মৃণালে
স্মৃতিসুধা রস পানে রবে রে সঞ্জীবিত
বিরহ বিভাবরী ভরিয়া।

নিশীথিনী অপগমে আবীর উষায়
অনুরাগ সমীরণ পরশ প্রকাশি কায়
সরমে আরক্তিম নবারুণ প্রিয়তমে
শতদলে লব আলিংগিয়া।

(৬৮)

ভাল লেগেছিল তাই ভালো বেসেছি, সে কথা লইনু মানি।
ভাল লাগা নহে ভালোবাসা কভু, মন নয়, বঁধু, পরাণী।
মোরে যদি আর ভাল নাহি লাগে—
ছেড়ে যেতে পারো মনের বিরাগে—
প্রাণে ভালোবাসা বাঁধিয়াছে বাসা, সে হবে না অনুগামী।
যত দূরে যাও, প্রাণে ব্যথা দাও, যত বিরহের দহনা,
হৃদয়ের প্রেম নিকষিত হেম তারে পুড়ে ফেলা যাবে না;
অদর্শনে বাড়ে প্রেম মধুরিমা
ব্যবধানে বাড়ে প্রেমের মহিমা
না পেলে বুকেতে হৃদি-সরণিতে চিরসাথী রহে প্রেমী।

(৬৯)

যখন দাঁড়ায় শ্যাম বংকিম ঠামে,
আকুল হইয়া ছুটি দাঁড়াইতে বামে;
যখন বাজায় মনমোহন বাঁশি
আমি সে বাঁশি বাজাতে আসি—

মোর মুখ তার মুখে মিশাইতে চাই সুখে
মিলাইতে চাই গানে গানে।
যবে শ্যামের বদনে দেখি হাসি
আমি আনন্দ-বারিধি জলে ভাসি—
স্মিত হাসি নিয়ে সাথে ইচ্ছা হয় মরে যেতে
যদি ফিরে আসি ব্রজধামে।
যখন পাইনে বঁধুরে কাছেতে
শূন্য নিখিল দেখি আঁখিতে,
কোথা শ্যাম প্রাণারাম জপি আমি অবিরাম
বিচ্ছেদেরে ভরি শ্যাম নামে।

(৭০)

কৃষ্ণপ্রেমের সুধাধারা পান করিয়া আত্মহারা
আপন বলে কিছু আর নাই।
প্রেম-সাগরে শুধুই আমি ভাসিয়া বেড়াই
ডুবিয়া মুক্তি নাহি রে চাই।
প্রেমের সোনার ফাঁস খুলিবারে নাহি আশ
চির বাঁধা হয়ে সুখ পাই।
যত গালিই দিক ওরা বহিব কলংক পশরা
প্রেম যদি বিনিময়ে পাই।

(৭১)

অসময়ে কেন ডাকিলে (ওগো রসময়)
দাঁড়ায়ে আঁখির আড়ালে।
আমি গৃহবধূ সংসারেতে ঠাঁই
অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কেমনে ছাড়াই ?
পারিনে তোমারে মিলাতে সংসারে—
কেন, দোটানায় মোরে রাখিলে।
দেহে দেহাতীতে এ চির দ্বন্দ্ব—
ঘুচাতে নারিনু ; বিধির নির্বন্ধ !
নাহি জানি প্রভু ভালো কি মন্দ
আমায়, পুতুল-নাচেতে নাচালে।

(৭২)

আমি নারী, সে যে পুরুষ, তাইতো এত জ্বালা।
আমি পুরুষ হৈতাম যদি, নারী হৈত কালা।
আমার মতন দুঃখ তারে,
(কভু আমি) দিতাম না রে, দিতাম না রে,
প্রিয়ার সাথে, না করিতাম এমন ছলাকলা।
দূরে যেতে হতই যদি সংগে নিতাম বুকের নিধি ;
দেহ থেকে প্রাণ ছিঁড়িতে যায় কি, সখি বলা ?
দুষ্ট দমন হিতকর্ম, বুঝি না সই তাহার মর্ম
প্রেমের মাল্য ছিঁড়ে কে বল্ পরে যশের তুচ্ছ মালা ?

(৭৩)

পরম পুণ্য লগনে
তোমায় আমায় প্রেমের মিলন অমলিন ব্রজ অংগনে।
অযাচিত করুণায় সংগিনী করি আমায়,
তোমার সেবায় যুক্ত করিলে, হে গুণময়,
ঘটিল যে প্রত্যব্যয় ক্ষমিও স্বমহিমায়
বঞ্চিও না তব প্রেমধনে।
যত দিন ছিল মোর সুকৃতি সঞ্চয়
রহিয়াছি বাঁধা তব প্রাণের কোঠায় ;
ভাগ্যহতা মোরে, হে রাধা-সহায়,
ত্যজিও না বিশ্বকল্যাণে।
তোমার গৌরবে আমারো গৌরব বাড়
সে কথা জানিয়া সহি গো বেদনা ভার ;
তব সার্থকতা সাথে বিরহব্যথা আমার
বাড়িয়া চলেছে দিনে দিনে।

(৭৪)

স্মৃতির ভেলাখানি ভাসিয়ে রাখি, সখি
দারুণ বিরহ পাথারে।
না জানি কোথায় বন্দর আশ্রয়
কোথায় দুঃখান্ত হবে রে।

অতীত মিলন আনন্দ আমার অজানা পথের পাথেয় ;
নাই বা রহিল বিশ্রামনিবাস চলিব দিবসে রাতেও ;
চলেছি চলিব বিরাম বিহীন
তারে অন্বেষিয়া ভুলিব দুর্দিন ;
প্রেমের বহনী বাহিয়া যাইব না জানি কোথায় গতিরে।
চাহিব না তীরে বনের প্রান্তে একমুখী হবে প্রগতি ;
সারাটি জীবন ভরিয়া করিব পরাণপ্রিয়ের আরতি ;
শুনিব একদা সে বাঁশির সুর
আনন্দে অন্তর হবে ভরপুর ;
বিরহযুগান্ত অন্তে মিলন তার সম সুখ নাহি রে।

(৭৫)

ব্রজ-হৃদয় ভুবন ভূপতি !
ওগো, শ্যামসুন্দর প্রেম মূরতি,
তোমার বিহনে আজ হে পরাণ অধিরাজ !
পূজার বেদীতে কার করিব আরতি ?
বিশুষ্ক এ হৃদিকুঞ্জ, ব্যথাহত জীবপুঞ্জ
কুঞ্জবিহারী কোথা অগতির গতি ?
আবাল বৃদ্ধ ললনা শোকসিন্ধু নিমগনা
কোথায় অনাথবন্ধু প্রপন্ন শরণগতি ?

(৭৬)

আমাতে আমার মন নাই, সখি নাই।
জাগা ঘরে চুরি গেছে—লজ্জার কথাই ॥
ছিনু মুই আন্ মনে, কে আসিল সন্তর্পণে
দেখি মন পালিয়েছে, অন্বেষি বৃথাই।
চুরি গেল মোর মন, উপায় কি করি এখন ?
শুনিলাম পাকাচোর নন্দের কানাই।
রাজার দুলাল ছেলে, তারে চোর কেবা বলে ?
বিষম সংকট মোর ভেবে কূল না পাই।

(৭৭)

তোমার দেওয়া ব্যথা আমার হবে গলার পুষ্পমালা
ব্যথার স্মৃতি প্রাণের আঁধার করিবে চির উজলা।
তোমার দেখা না পাই যদি ;
তোমার তরে নিরবধি—
জীবন-নদী মিলন লাগি রৈবে উতলা।
সুখে অন্ধ হলে জীবন
সে সুখেতে নাই প্রয়োজন ;
দেহ আমায় প্রেমের বাতি যাতে পথ করে আলা।
যদি, বিষম বাসনা ঝড়ে
নিভায় আলো বারে বারে
ঘষিয়া ব্যথার পাথর আলোখানি হবে জ্বালা।

(৭৮)

মিলনবঞ্চিত এ দেহ লইয়া কি করিব, কহ স্বামি !
দর্শন ব্যাকুল এ তু'টি নয়ন খুলিব না আর আমি।
পদসেবাতুর এ তু'টি হস্ত
কি করিবে, কহ, উদয়-অস্ত ?
আলিংগনহারা শূন্য এ বক্ষ কাঁদিছে দিবসযামী।
ব্যর্থ আমার এ দেহ পিঞ্জরে
রাখিতে নারিনু পরাণ পাখীরে ;
যারে প্রাণ মন করেছি অর্পণ
তারে নিয়ে গেছ তুমি।

(৭৯)

মোরি দোষে প্রাণবঁধু গেল রে ছাড়িয়া
কেন না দাঁড়ানু মুই পথ আগুলিয়া ?
শ্যামের চাইতে মোর কুল বড় হ'ল,
লজ্জা সরম আসি মোরে নিবারিল ;
যায় চলি প্রিয়তম
কিবা তার নারী ধরম ?
বুকভাঙা এ বেদনা পেতেছি সাধিয়া।

সময় থাকিতে সখি, না করিনু প্রতিকার ;
জানিয়া শুনিয়া শিরে লইনু এ দুঃখভার ;
কপালেতে কর হানি,
দুরদৃষ্ট বলে মানি ;
আত্মদোষ চাই ঢাকিতে বিধাতায় গালি দিয়া

(৮০)

পদ্মপলাশনেত্র হে শ্যামসুন্দর !
চির প্রাণ প্রিয়তম হে মুরলীধর !
'বিরলে তোমারে লয়ে রহি নিরন্তর
কবে মোর এ বাসনা পুরিবে, হে শুভংকর !
কবে তব সেবাসুখ লভিব অনবসর ;
আনত এ দেহ মম সঁপিব চরণপর ?
কবে তব কথামৃত পশিবে কর্ণবিবর ;
কবে তব প্রেমরসে রব মজি, প্রেমিকবর ?
কবে স্বামি প্রভু মোর ওগো অন্তর চর !
আমারে তোমার করি কবে লবে, প্রাণেশ্বর !

(৮১)

চারি চক্ষের মিলনে
হৃদয় সিন্ধু আনন্দ উদ্বেল মান পরিমাণ জানিনে ।

শ্যামসুধা ইন্দু পূর্ণ কলায়
নয়নের পথে হইলে উদয়
অমৃত আলোয় সিনান করিয়া জেগে উঠি নবজীবনে।
কুল মান স্থান কাল যাই ভুলি'
ছুটে যাই চলি আথালি পাথালি
শ্রোতমতী সম অন্ধ আবেগে ধেয়ে যাই প্রিয়সংগমে।

(৮২)

কহ কি কারণে
অসময়ে, রসময়, মুরলী বাজাও নিকট বনে?
সংসারের চালচুলো হয়ে যায় এলোমেলো;
সংযম বাঁধ ভাঙে রাখিতে পারিনে।
প্রাণ নদী ডাকে বান দুকূল ডুবায়ে,
অজানায় বেগে ধায় মাতাল হইয়ে;
চারিদিকে ক্রূর দৃষ্টি করে তীক্ষ্ণ রোষ বৃষ্টি
বাহিরিতে চাই বলে ছিঁড়িয়া বাঁধনে।
যেতে চাই যেতে নারি মন আশা ভংগ— ;
বাঁধ দিয়ে কে রাখিবে সাগর তরংগ?
মূরছিত হয়ে ভূমে পড়ে যাই সেই ক্ষণে
কান রহে সচেতন মুরলীর গানে।

দেহে মন নাহি রহে কোথা উড়ে যায় !
পাখী সম ছাড়ে বাসা বুকের ক্ষুধায় ;
কহ গো চতুর চোর, কোথা লহ মন মোর
ক্ষীর সর ভেবে চুরি কর কি গোপনে ?

(৮৩)

যায় চলি বনমালী মথুরার রথেতে,
বুক পেতে দেরে পথে দিস্‌নে রে যেতে।
আমি ত কুলের বালা বাহিরিতে মানা ;
দেহ থেকে প্রাণ কাড়ে, কহিবারে পারি না।
অভাগী মানবী হিয়া বেদনা দিল ভাঙিয়া—
পাখী যদি হইতাম পারিতাম উড়িতে।
তোরা নারী বুঝিবি রে নারীর যাতনা ;
বুক যদি ফেটে যায় মুখ তবু ফুটে না ;
আজি শ্যামে দিলে যেতে বজ্রপাত হবে মাথে ;
বিরহ অনলে হবে আমরণ দহিতে।

(৮৪)

তোমারে হারাইনি কভু আছ নিত্য বৃন্দাবনে ;
তোমায় দেখি মন-আঁখিতে ব্রজজনের প্রাণে প্রাণে।
নিত্য সবার চিত্ত মাঝে উজ্জ্বল হয়ে আছ নিজে
কানে আসে তোমার বাঁশি বনবায়ুর গানে গানে।

বাহিরে বিরহ জ্বালা অন্তর করেছ আলা—
শ্যামহারা ভানুসুতা কি নিয়ে বাঁচে কেমনে?
শাশ্বত দুঁহু মিলন ছেদ নাহি করে মরণ;
বিরহ বিভ্রান্তি মম, ব্রজধাম নয় কৃষ্ণ বিনে।

(৮৫)

এমন একটি কালো ছেলে, ওলো সখি, বল্ দেখি রে কোথা পেলে?
এ কালোর ছটায় আঁধার পালায়, পূরণ চাঁদের আলো জ্বলে।
এ কালোর চোখে হরে মন, ভুলায় আপন পরিজন;
এ কালোর হাসি দেখতে আসি নদীতে জল আনার ছলে।
কালো ত নয়, হীরা মাণিক, বুকের মাঝে পেলে খানিক
জীবনে বসন্ত আসে ভরে উঠে ফলে ফুলে।
এ কালোর প্রেম পরশ মনি, ছুঁয়ে ব্রজ সোনার খনি;
ওর ভালোবাসায় মানুষ কি ছাড়্ পশুপক্ষী আপন ভোলে।

(৮৬)

অমৃত মন্থনে ব্রজে উপজে গরল।
সইবে কেবা বিষের জ্বালা নীলকণ্ঠ কোথা বল?
প্রশান্ত চিত-সাগরে তরংগ উতাল;
ডুবু ডুবু তরী মোর আবর্তে বিকল।
শ্যাম বৃন্দাবন বুকে জ্বলে দাবানল;
নির্মম দহনে দগ্ধ ছায়াকুঞ্জ তল।

সাজানো বাগানে আজি শুষ্ক তরু দল ;
ঝরিল না হৃদিভূমে প্রেম-মেঘ জল।

(৮৭)

বুকের ক্ষত গভীর কত তারে বলা যাবে না,
কুলরমণী অভাগিনী বুক ফাটে মুখ ফোটে না।
ব্যথারে কই "ও লাজুকা ওরে প্রকাশ কুণ্ঠিতা—
গোকুল বধূর বুকের তলে চির অবগুণ্ঠিতা।"
অন্তরে তার বহ্নি জ্বলে শিখা বিহীন ধূম্রজালে
তুষের আগুন দগ্ধে চলে নিভাতে জল মিলে না।
তপ্ত-শুষ্ক মরুর পাথার নাই-রে কোথা পানি ;
মরীচিকায় ভুলিয়ে পালায়, মরণ হাতছানি।
হয় না মরণ একেবারে, মূরছি রয় বালুর পাড়ে ;
অংগ পোড়ে হৃদয় পোড়ে শ্মশানে শব দাহনা।

(৮৮)

দুঃখের হিম হাওয়া লাগিয়া
ঝরে অশ্রু ঝরে, অবিরল ধারে অন্তর মেঘভার ফাটিয়া।
বুদ্ধির আঁক নাহি মানে রে
ধৈর্যের বাঁধগুলি ভাঙে রে—
তীব্র বেদনা বজ্রে সংসার সম্পদ যত সকলি গেল গেল ভাঙিয়া।

(৮৯)

হাসি কান্নার ধন সে আমার সুখ দুঃখে চির চেনা।
মিলন আনন্দে হৃদয় রতন বিরহেতে অশ্রুবেদনা।
নিন্দা কলংক সহিয়া সহিয়া তাঁহারে করিনু ভজনা;
শতেক পরীক্ষা উতরি তাঁহারে করিনু পরম আপনা।
ব্রজ বনে বনে প্রিয়ারে লইয়া করিল সে লীলা রচনা;
হাসি বাঁশি গানে প্রেমানন্দ দানে পুরাল সে মোর কামনা।
হারাইনি তারে, সে কি হারাবার? হারাতে কখনো পারি না;
জীবনে মরণে জনমে জনমে অচ্যুত সে চির আপনা।

(৯০)

মিলন বঞ্চিতা মুই—কভু নয় কভু নয়,
অচ্যুত সে চিরসখা আত্মডোরে বাঁধা রয়।
যায় চলি যত দূরে, তত কাছে পাই তাঁরে;
দেখি সদা চিন্মুকুরে আমার একাত্মতায়।
তাঁহার প্রেমের খনি অফুরন্ত চিরদিনই;
বিচ্ছেদে যায় বেড়ে বেড়ে শূন্যতায় পূর্ণময়।
নিত্য আমার চিত্ত দ্বারে বাজায় বেণু নিরন্তরে;
তারাই কেবল শুনতে পারে শোনার কান যারা পায়।
পাওয়া তাঁরে সুদুষ্কর, কৃপা দর্শন পেলে পর
সে মহাধন হারায় না রে, হারাই হারাই থাকে ভয়।

(৯১)

তোরা পারবি নে রে পারবি নে রে
তাঁর সেবা পূজা করিতে ;
পারবি নে রে আমার মতন
(তাঁর) চরণ-যুগল সেবিতে।
পারবি নে রে আমার মতন
লজ্জা ধরম ছাড়িতে।
পারবি নে রে কুঞ্জ বনে
পাশেতে তাঁর দাঁড়াতে।
পারবি নে তাঁর মনের মতন
বনের মালা গাঁথিতে।
পারবি নে তাঁর বাঁশি ধরে
মুখেতে মুখ মিলাতে।
পারবি নে রে আমার মতন
মান অভিমান করিতে।
পারবি নে রে তাঁর বিরহে
আমার মতন কাঁদিতে।
তাঁর বিরহে মোর মরণ দশা
(তবু) পারি নে মুই মরিতে।
আমি মৈলে দারুণ ব্যথা
পাবে সে তাঁর বুকেতে।

(৯২)

আঁধার হইতে ও রূপ ফুটিল, আঁধারেতে গেল মিলিয়ে।
মেঘের বক্ষে বিজলী ঝল্‌ক, মেঘের মাঝে যায় ফুরিয়ে।
সহসা উদিল পরাণ কাড়িল পলকে ভুলালো মোরে।
হাসিয়া নাচিয়া বাঁশি বাজাইয়া লুকালো অজানা পুরে।
অজানা আঁধারে জানিনে ডুবিতে,
প্রবেশের পথ পাইনে দেখিতে ;
পাইনে খুঁজিয়া আঁধার-মাণিক যা গেছে আমার হারিয়ে।
হে আমার কালো, হে অন্তর-আলো, জাগো গো অন্তর ভরিয়া,
হে চির সুন্দর নিত্য সহচর, কোথা গেলে প্রিয়া ছাড়িয়া ?
সর্বদুঃখহর কালান্ত মরণ !
নিঃসংগ জীবন তুমি বন্ধু মম ;
হে ধ্রুব বান্ধব, দেখাও সরণি অজানায় দেহ মিলিয়ে।

(৯৩)

ছিন্ন মেঘের ফাঁকে
তব আঁখি জেগে থাকে।
সুপ্তি-বিহীন নিশার গগনে বিয়াকুল অনুরাগে।
মোর সাথে তব মিলন কামনা
পুরে নাই জানি—অতৃপ্ত বাসনা

তারার আঁখিতে চেয়ে আছ তাই
না আসিয়া মোর আগে।
বিরহিণী প্রিয়া লুটিছে ধরায়;
তিলে তিলে তার হিয়া ফেঁটে যায়;
এ দশায় প্রিয়া দেখিয়া দেখিয়া কি ভাবনা তব জাগে?

(৯৪)

গগনেতে হল বেলা নন্দরাণি মা গো।
গোপালে সাজায়ে দে মা, দেরী সহে না গো।
একবার খোল সাজ, পরাও আবার;
মনের মতন কভু হয় না তোমার।
সুন্দর গোপালে মাতা সাজাবে যেমনি
সুন্দর দেখাবে তাতে তব নীলমণি!
শুধুই বিলম্ব কর, ছাড়িতে না চাও;
কানুধনে না দেখিলে কাঁদিয়া ভাসাও।
জননীর ব্যথা বুঝি; কি করিব, কহ?
মোরাও, মা, সইতে নারি কানুর বিরহ।
ভয় নাই জননি গো, যাবো না দূরেতে;
ঘরে থেকে বেণু ধ্বনি শুনিবি কানেতে।

(১৫)

তোমার প্রেমের সখি, অপার্থিব রীতি।
ক্ষণে হাসি ক্ষণে কান্না ক্ষণেতে বিরতি।
বাহিরে বিরহ জ্বালা, অন্তরে মিলন দোলা—
বিষামৃত একসাথে করে অবস্থিতি।
কৃষ্ণপ্রেম যার প্রাণে তায় ভংগি সেই জানে
কুটিল মধুর তার অবিচিন্ত্য গতি।
প্রিয়ে পায়, নাহি পায় ভাবের শাবল্য হয়;
ভাবে ভাবে বিসংবাধ, দ্বন্দ্ব বাঁধে নিতি।

(১৬)

মধুর মধুর বাজে মূরলী মনোহর।
যে বাজায় গুণাকর প্রাণাধিক প্রিয়তর।
বৃন্দাবনে নরনারী গৃহকর্ম পরিহরি;
শ্রবণ নয়ন করে পরিতৃপ্ত নিরন্তর।
বেণুরবে অগণিত ধেনুবৎস সমাগত—
ফেলিয়া শ্যামল তৃণ নেহারে শ্যামসুন্দর
বিহগ বিহগী শাখে মূকমৌন চেয়ে থাকে,
তেয়াগে কল কূজন বাঁশি মুখে শুনি স্বর
ফুল্ল কুসুম বুকে অচঞ্চল পড়ে থাকে,
মকরন্দ নাহি পিয়ে মধলব্ধ মধকর।

অদূরে যমুনা বারি প্রবহণ স্তব্ধ করি'
গীতরত শ্যামে হেরি উদ্বেলিত কলেবর

(৯৭)

দিব্য নাটক মঞ্চে যুগল মূরতি ;
দু'য়ে এক একে দুই অপ্রাকৃত রীতি।
কৃষ্ণ পটভূমে আঁকা গৌরী মাধুরী ;
মেঘের কোলেতে স্ফুরে থির বিজুরী।
চারি হস্ত দুই হয়ে বাজায় বাঁশরী ;
প্রেমের সাগরে নাচে আনন্দ লহরী।
চারি পদ দুই করি' অভিনব নৃত্য ;
নৃত্যভংগিমায় মুগ্ধ বিশ্বলোকচিত্ত।
যুগল মিলন রংগে মোহিত অনংগ।
যোগীজনে ভুলে যোগ মুনি ধ্যানভংগ।

(৯৮)

এই সাঁঝের বেলায় কেম্‌নে সখি ঘরে রহি রে,
গগনে সোনা ছড়ানো রোদের হাসি রে।
বনানী বাজায় বাঁশি সুর বাহারে।
বায়ু বয় বুকজুড়ানো, শ্যামশোভা মনভুলানো
যমুনায় ঢেউ নেচে যায় ধীর সমীরে।

সন্ধ্যা দেয় ঘোমটা টেনে, আসন্ন রাতমিলনে ;
দুয়ার খানি পার হতে মনের দ্বিধা রে।
কে মোরে ডাকে বাহিরে, প্রাণ যেতে চায় দেহ ছেড়ে,
ওরা মোরে গেহ শিকলে রাখে বাঁধি রে।

(৯৯)

আশা কুহকিনী মোরে কেবলি ভুলায়,
'আসিবে আসিবে' ভাবি, নাহি আসে, হায়।
কালো মেঘ উবে যায় উষ্ণ হাওয়ায় ;
শুষ্ক হৃদয় মরু করে 'হায় হায়।'
ব্যথিত বেদন সখি, বুঝান না যায়
মোর মত দশা যার সেই জানে তায়।
বিরহেতে প্রেমতরু নবীনতা পায়—
এ সান্ত্বনা দিলে সখি, বুক না জুড়ায়।
অপরাধ সব-ই মোর দুষি না তাহায় ;
কর্ম্মফল কবে শেষ কহ রে আমায়।

(১০০)

স্বশরীরে না-ই বা আসুক থাকুক যেথা চায়,
পরম পরশ তাঁর লভিতেছি গায়।
বাহির আঁখি মুদে থাকি, মন নয়নে তারে দেখি
ঘরে ঘরে বালগোপাল ক্ষীর ননী খায়।

ভোরের বেলায় রাখাল সনে, বৎস খেদায় গোঠের পানে;
ঘন ঘন বেণু নিঃস্বনে ব্রজ হর্ষময়।
সায়াহ্নে বঁধুর সংগে মিলি মুই মিলন রঙে;
যমুনা তরংগ ভংগে পুলকে স্ফীতকায়।

(১০১)

জানিনে জানিনে, সই প্রেম কারে কয়;
দেখামাত্র তাঁরে মুই দিয়েছি হৃদয়।
শীল লজ্জা কুলমান সরবস্ব করেছি দান;
তারে যদি পাই প্রাণে কারে মোর ভয়?
ভিন্ন নই সে আর আমি দুই নামে এক প্রাণী
বিভিন্ন করিল মোরে লীলা রসময়।
তাঁর-ই ক্রীড়া পুতলিকা বুকে রাখে ভূমিতে বা;
তার-ই ইচ্ছা করি পূর্ণ শুভ-ইসারায়।
সে প্রেম সাগরে মুই তরংগ বই আর কিছু নই
যেমন নাচায় তেমনি নাচি সচ্চিদানন্দময়।

(১০২)

আমার চিত্ত বীণা
ছিন্নতন্ত্রী হইল কেন রে, আর কি বাজিবে না!
যে বাজায় বীণা সে কোথায়;
খুঁজি পাতি পাতি তাঁরে না পাই;
সংগীতহারা মন একতারা, বাদক গুণী বিনা।

জানিস্ কি তোরা সখি রে—
ব্রজবন কেন খাঁ খাঁ করে
শ্যাম সুন্দর কোথারে ?
প্রভাত হইতে নিশান্ত অবধি
দুই আঁখি মোর নিঁদহারা নিতি ;
হারানু কোথায় কানু গুণনিধি, হইনু রে দীনহীনা।

(১০৩)

শ্যাম সোহাগি বংশীরাণী শ্যামবক্ষ শোভিতে !
আদরিণি গরবিনি শ্যামবদন চুম্বিতে !
আনন্দময়ি ও মুরলি, বাজবি না আর ব্রজেতে,
সুর লহরী থেমে গেল বড়ো ব্যথা প্রাণেতে।
যশোমতীর মতন বাঁশি বিলুণ্ঠিতা ধূলিতে।
কি সুরে তুই বেজেছিলি রাস বিভাবরীতে,
উন্মাদিনী গোপরমণী ধাইল নদী সৈকতে।
নদীর ঢেউ উতাল হল মধুর বংশী ধ্বনিতে,
বনের পাতা তরুলতা নেচেছে সুরসংগীতে।

(১০৪)

সখি এই আবেদন জানাস্ শ্যামে,
আলো যেন না নিবে যায়, গান যেন নাহি থামে।

দেহের দুঃখ থাকে থাকুক,

মানস সম আলোয় জাগুক,

গান মদিরা প্রাণ পেয়ালা ভরে রাখে নিবিড় প্রেমে।

মন আমার সে করুক বাঁশি

বাজি বসে দিবানিশি ;

(আমার) ক্ষুদ্র গৃহের মুক্তদ্বারে বিশ্ববাণী আসুক নেমে।

(১০৫)

চরণ তোমার ধুয়ে ধুয়ে সুধা করব পান

(আমার) শ্রবণ দু'টি কোটি হয়ে শুন্‌বে তোমার গান।

আঁখি দু'টি লাখো হয়ে, রূপের ছটা দেখবে চেয়ে

তোমার বুকের আলিংগনে স্বর্গ হবে ম্লান।

তোমার প্রেমের নাই প্রমিতি ;

তোমার অংগে দিব্য দ্যুতি ;

তোমার মধুর লীলার সাথী কর, মহাপ্রাণ।

(১০৬)

মরিব কেমনে সখি, শ্যামময় বৃন্দাবনে

সে দিল আমারে আনি পরম সে শ্যামধনে ;

কৃষ্ণাত্মক ব্রজধাম কৃষ্ণ অনুরাগী ;

তাঁর সুখে ছিনু সুখী তাঁর দুখে দুঃখী,

কৃষ্ণহারা ব্রজে ছাড়ি' কহ কোন প্রাণে ?

সে মোর বেদনা বোঝে আমি বুঝি তাঁর;
বিরহিণী তুই সখী কি বেদনা ভার!
দুর্ভাগ্য আগমে আজি সৌভাগ্য দিবসরাজী
মনে জাগে অহরহ ভুলিতে পারিনে।

(১০৭)

দখিন সমীর কাণে কাণে মোর
কহিল প্রিয়ের বারতা।
প্রিয়তম মোরে করিছে স্মরণ—
মোর লাগি ব্যাকুলতা।
স্মৃতির দেউলে রেখেছে আমারে
এই ত পরম সান্ত্বনা।
যদি নাই আসে নয়ন সকাশে
করিব না সেই কামনা।
মলয়ের দূত দিল পাঠাইয়া;
তাহারি পরশে ভরি ওঠে হিয়া।
এই ত প্রেমের জয় গৌরব
বিরহের মহা মধুরতা।

(১০৮)

কত বসন্ত গেল রে চলিয়া হোলনা বিরহ-অন্ত ;
মুই অনাথিনী রহি একাকিনী ; কোথায় জীবন কান্ত !
বুকের ভিতরে দাগিছে কামান, পরাণ ফাটিয়া হল খান্‌খান্‌ ;
দেখিতে কি চায় তাঁর তরে মোর কবে হয় জীবনান্ত ?
তার, আসার আশায় জীবন না যায় ধৈরযে বাঁধিয়া রাখি ;
পুঞ্জিত বেদনা জমিয়া জমিয়া পাহাড় হৈল নাকি ?
মরণের সাথে যোঝা হল দায়, আর কতকাল ঠেকাব তাহায় ?
শোক-শেলাঘাতে হবে দেহান্ত না হেরিলে প্রাণ কান্ত।

(১০৯)

বসন্ত বিদায় হল এল না আর ফিরে ;
আর কি জুড়াব বুক দখিন সমীরে ?
ফোটাতে নারিল ফুল, মুকুল মরিল,
হিমসিক্ত তীব্র বায়ু প্রাণ কাঁপাইল ;
যমুনা যৌবন হারা ক্ষীণ শরীরে।
পাণ্ডুর নিকুঞ্জে স্তব্ধ অলি গুঞ্জরণ,
শষ্পহীন মাঠে কাঁদে ধেনু বৎসগণ ;
চৈতালি ঘুর্ণির পাকে শুষ্ক ধূলি উড়ে।

(১১০)

কি যে দুঃখ, সখি, অন্তরভরা কহিতে পাইনে ভাষা।
ছাড়ি ছাড়ি করে খিন্ন পরাণ ছাড়ে না রে দেহবাসা॥
শ্যাম স্মৃতি ভরা এই বৃন্দাবন,
বৃক্ষলতা গিরি ধেনু বৎসগণ—
এ সকলি মোরে টানে অকারণ
মিটাতে না পারে তৃষা।
নীরবেতে ওরা কহে 'নাহি ভয়'
আকাশেতে হবে আলোর উদয় ;
হাসিবে আবার বিশ্ব নিলয় ;
ঘুচাইবে অন্ধ নিশা।

(১১১)

কত দুঃখ পাই বলিব কেমনে বলিবার নাহি মুখ।
আপনার পাপে এ দশা আমার কে কারে দেয় রে দুখ ?
আজনম আমি অতি অভাগিনী দুদিনের সুখ এল ;
প্রেমের কুঁড়িতে ফুল না ফুটিতে বিচ্ছেদতাপে শুকাল।
পিরীতি পুতুল খেলা ভাঙিল, না যেতে বেলা ;
শুনিতেছি চারিদিকে বিদ্রূপ কৌতুক।
গলাতে পড়িল ফাঁসী, তাই নিয়ে হাসাহাসি ;
যে কাঁদে তারে কাঁদায়ে ওরা পায় সুখ।

(১১২)

আকাশবরণধর রবিকরঅম্বর স্মিতবদন বনমালী
শিখীপুচ্ছচূড় মোহনমুরলীধর মদনমোহন রূপশালী ॥
নন্দসুখবর্ধন যশোদাপ্রাণধন গোপিকারমণ গোপবাল,
দানব বিনাশক প্রপন্ন পালক গোবর্ধনধর লোকপাল ॥
রাস নৃত্যপর স্মরগরলহর রাসবিহারী রাসেশ্বর।
ব্রহ্মমোহকারক ভবভয়নাশক বসুদেবাত্মজ যদুবর ॥
দানব নিহন্তা অখিল নিয়ন্তা দুষ্কৃতকুল-দর্পহারী ;
ধর্ম স্থাপয়িতা গীতা উদ্গাতা পার্থসারথি চক্রধারী

(১১৩)

বঁধুরে আনিতে যাব মানস যানে।
দারুণ বিরহ দাহ সহে না প্রাণে।
ধ্যানের পরম ধন (তার) ধ্যানরথে আগমন—
আয় সবে তার তরে বসি ধ্যানাসনে।
জপনিষ্ঠা দুই ঘোড়া, যানেতে জুড়িব মোরা
চালাব মানস যান শুদ্ধ আরাধনে।
পুষ্পক অধিক বেগে, যাবে যান বায়ু আগে ;
বধুরে লইব তুলি অলখে গোপনে।

(১১৪)

"রাধা মরো মরো" এই কথা তোরা
দে রটায়ে মথুরায়।

মরিতে বসেছি শুনিলে সে কথা
ফেরে যদি ব্রজরায়॥

প্রতি পলে করি মরণ কামনা ;
দুঃখিনীরে মৃত্যু দেখেও দেখে না ;
বুঝি, হরি চাই মুই মৃত্যুদূত তাই
মোরে নিতে নাহি চায়।

এই অনুমান যদি সত্য হয়,
শ্যাম শূন্য হৃদি হবে না নিশ্চয়।
(তারে) না পারি ছাড়িতে না পারি মরিতে
হল কি বিষম দায়॥

(১১৫)

আসন্ন সন্ধ্যায় ঘনবনচ্ছায়ে, অস্তরবির আরক্তআভায়—
তোমারি অংকে পরম নিঃশংকে রাখিব আমার আনত শির
তোমারি নয়নে নয়ন রাখিব, সকল দুঃখ বেদনা ভুলিব ;
সময় ভুলিয়া কাটাব সময় ; তুমি হবে মোর শান্তির নীড়।

মোর মাথে তুমি বুলাইবে হাত, ধীরে বয়ে যাবে সলিল প্রপাত ;
তব কটিদেশ আকড়ি ছ'হাতে তোমারে জীবন সঁপিব স্থির।
বুকে বুক রেখে অধরে অধর, চুম্বনালিংগনে ভরিও অন্তর
উথলিবে মোর হরষ সাগর, বহিবে স্বরগ ধীরসমীর।

(১১৬)

রাধে, তুই প্রেম-দ্রবময়ী নদী ;
অফুরাণ ধারা কৃষ্ণসাগরে বহমানা নিরবধি।
বাহিরে আপাত বিচ্ছেদ রোদন ;
সাগর সংগমে গোপন গমন।
বিরহ পুটিত মিলনানন্দে
আছ নিমগনা নয়ন মুদি।
মহামিলনেতে পেয়েছ বধুরে ;
মায়া লীলা বশে ধূলি শয্যা 'পরে ;
দশম দশার রসে রসবতী—
হেরি বিস্ময়ের নাহি অবধি।

(১১৭)

তোমারে লইয়া বিরলে বসিয়া কহগো কেমনে রহিব ?
আছে ঘরকন্না রান্নাবান্না কখন কেমনে করিব ?

আছে পরিজন, স্বামী মহাজন, খোঁটা দিতে আছে ননদী ;
মুখে তার বিষ রোষ অহর্নিশ ; কেহ নাই মোর দরদী।
আমি দুর্ভাগিনী কুলের কামিনী,
পাড়া প্রতিবাসী বলে 'কলংকিনী' ;
আমার দুঃখ বেদনা কাহিনী তুমি বিনে কারে কহিব ?
এই কলসীতে জল ভরে নিতে তোমারে যে দেখি চকিতে
তাতে ভরে বুক পাই স্বর্গ সুখ, সংসার পারি সহিতে।
তোমারে পাবার ক্ষণিকের লাভ, তাহে নিভে যায় সর্ব সন্তাপ ;
বিশ্বজগৎ ছাড়ুক আমারে, তোমারে নাহি গো ছাড়িব।

(১১৮)

দিন যায় তাঁর পথ নিরখিয়া
রাতি যায় মোর কাঁদিয়া ;
কি বেদনা মনে কহিতে পারিনে,
বুকখানি যায় ভাঙিয়া।
জানি, মোর নাই কোন অধিকার
এ ঘরে আনিতে বঁধুরে আমার ;
তবু আঁখি ঝরে অবিরল ধারে
সেই মুখখানি ভাবিয়া।

মোর আবাহন জানি, বৃথা হবে,
তাঁরি কৃপারথ তাঁহারে আনিবে ;
তাঁরি পরশনে কঠিন পাষাণে
জীবন উঠিবে জাগিয়া ।

(১১৯)

সুধাসম কৃষ্ণনাম দিলি কেন কানে ?
মরণই উত্তম সখি, শ্যামকান্ত বিহনে ।
মৃত্যুঞ্জয় মহানাম কেন উচ্চারিলি ?
মরণের পথে ডেকে কেন ফিরাইলি ?
শ্যামসংগবঞ্চিতার বাঁচিয়া কি হবে আর ?
কাঁদিতে হইবে জানি সারাটি জীবনে ।
মরিলে মথুরা গিয়া ধূলিবায়ু সনে
মিশিয়া রহিব সখি শ্যাম পরশনে ;
হাঁটিতে চলিতে, সদা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে
পাইব বধুর সংগ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।

(১২০)

আজিকে মেঘলা দিনে
গুরু ঘন গরজনে ;
একান্ত একেলা বসে আছি মোর
শূন্য কুটির কোণে ।

অসীম অসহ অন্তর ব্যথায়
আঁখি ফেটে জল বাহিরিতে চায় ;
কোনো মতে চাপি লোকলজ্জায়
কেবা কি ভাবিবে মনে।
যাদের রসনা কলংক রটায়,
তোমার প্রেমের বাদ সাধে, হায় !
বার বার তারা মোর পানে চায়
নির্মম ক্রুর নয়নে।
অন্তর নাথ ! মম অন্তরে
দেহ আলিংগন পরম আদরে ;
বিশ্ব যখন বিমুখ আমারে—
কেহ নাই তুমি বিহনে।

(১২১)

তোমায় আমি ডাকিনি গো এসেছিলে স্বইচ্ছায়।
ভালোবাসতে দিয়েছিলে তাই ভালোবেসেছি তোমায়।
কুলনারী আপন মনে
ছিনু কাজে গৃহ কোণে ;
প্রবেশিয়ে প্রাণের কোঠায় ভুলাইলে মোহন মায়ায়।
কি চোখে দেখিনু তোমা,
তুচ্ছ হল আন্ কামনা ;
প্রতিক্ষণে প্রাণধনে না হেরিলে প্রাণ যায়।

কি ছলনা জানো কানু
ভেবে কিছু না বুঝিনু ;
তোমারে বাসিয়া ভালো ঠেকিনু গো দায়।

(১২২)

ছাড়িয়া যাইবে কোথা বাঁধা যে আত্মায়,
অচ্ছেদ্য সে প্রেমডোর ছেঁড়া নাহি যায় ;
দু'টি দেহ থাক্ দূরে প্রাণ দু'টি রবে জুড়ে—
নীরস ইক্ষু দণ্ড সরস তলায়।
আরসী মলিন হলে নিয়ত স্মৃতির জলে
মুছায়ে রাখিব স্বচ্ছ সেবায় পূজায় ;
ক্ষুদ্র দেহ সীমায়িত হৃদাকাশ সীমাতীত ;
মানসঅম্বর ছাড়ি যাইবে কোথায় ?

(১২৩)

সেই কালোরূপ পড়ে মনে (সখি রে)
সে ত নয় কালো মূর্তিমন্ত আলো নেহারি অতৃপ্ত নয়নে।
আকাশের নীল, জলধির কালো—
সে রূপ হেরিয়া হার মেনে গেলো ;
অরূপ রতনে যে রূপ ঝলকে
কি তুলিব তার সনে ?

আঁখি অপলক সে মুখে চাহিয়া,
মন মূরছিত প্রেমসুধা পিয়া ;
তাঁর রূপ গুণ কে করে বর্ণন
কি অসীমে জানে ?

(১২৪)

বরষ অবসান নহে দুঃখ অবসান—
বিরহ বিক্ষত মম ক্লিষ্ট পরাণ ;
যে গেছে সে ফিরিবে না ; বাওয়া নাও ভিড়িবে না ;
মাথুরবিদায় পালার নাহি বিবর্তন।
এ তৃষা নয় মিটিবার, এ ভূখা নয় ঘুচিবার—
এ মরু দহন নিত্য রবে অনির্বাণ।
এ অংকের ফল শূন্য, চিরস্থির এই দৈন্য ;
এ বেদনা চিরস্থায়ী নাহি রে আসান।

(১২৫)

দেশে দেশে বন্দিত তুমি
জানি তাহা, ওগো মথুরারায়
যুগে যুগে তব গুণগাঁথা
ভক্তজনেরা বদনে গায়।

মোরা অভাগিনী ব্রজ কুলবালা
চির অচতুরা সরলা অবলা ;
প্রিয়তম জানি সেবিনু তোমারে ;
এবে দেখি নারী-পরাণ যায়।

যশোমতী মাতা, পিতা নন্দ ধীর
তোমারি লাগিয়া ফেলে আঁখি নীর ;
সুদাম সুবল আদি প্রিয় সখা
বনে বনে খুঁজি' তোমা না পায়

অন্তরংগ যারা ছিল শিশুকালে
নিঠুর নিদয়! তাদেরে ভুলিলে ;
কহ যদু নাথ! মথুরা বন্ধু!
ব্রজদাসী দোষী কিসে গো, হায় ?

(১২৬)

সেই কবে বাহিরিনু গৃহ তেয়াগিয়া ;
বনে বনে বিচরিনু তোমারে খুঁজিয়া।
কোন্ সুদূরে বাঁশি বাজে
ঠাহর করতে পারি না যে ;
ধ্বনি শুনি, পথ না জানি মরি ছুটিয়া।

কত আর ঘুরাবে, নিঠুর, মিছে বিপথে ;
আলেয়া নয়, আলো দেখাও ধ্রুব সংকেতে ;
মোহিও না আঁধার ঘোরে
অভয় শংখ বাজাও জোরে
মুছায়ে দেহ পথের গ্লানি, আত্ম প্রকাশিয়া।

(১২৭)

তোমারে রেখেছি ভরি' স্মৃতিস্বর্ণপেটিকায় ;
বিরচি' মানস ছবি অন্তর মণিকোঠায়।
দিবসের কোলাহলে ছবিটি মুছিয়া ফেলে ;
নিশিতে আঁখির জলে আঁকি পুনরায়॥
বিরহের এ পাথার জানি, জানি হবো পার ;
প্রেমের তরণী গড়ি পারের আশায়।

(১২৮)

বরষ প্রভাতে নবালোকপাতে, জাগিব আবার কি সাধে সই ?
নিমগ্ন তরণী ভাসিবে না জানি, আশা তীরে বৃথা বসিয়া রই।
অতীত মিলন স্মৃতির মন্থনে বেদনা বিষেতে জর্জর মুই।
রিক্ত বর্তমান পর্বত প্রমাণ উত্তরিব তার ভরসা কই ?
বিরহ ফণি দংশনে আমি জরজর তনু, মরণ চাই ;
মরণহরণ শ্যামনাম কানে দিলি তেঁই মোর মৃত্যু নাই।
মরম বিদারি বেদনা আমারি যে দিল তারে ভুলিতে চাই
পাসরিতে নারি দরদী নিঠুরে, স্মৃতি ঢেউ মনে জাগে সদাই।

(১২৯)

নয়ন কাঁদিছে মম না হেরি তোমারে ;
অধর অধর লাগি কাঁদিছে কাতরে।
বক্ষ ব্যাকুল তব আলিংগন আশে ;
ছু'বাহু বাঁধন মাগে তব বাহুপাশে ;
কতদূরে গেলে বঁধু উপেক্ষি' আমারে।
তব ভালবাসা লাগি কাঁদে ভালোবাসা,
আমার ভাবনা তব 'ভাবৈকরসা।
সব কিছু করে দান তুমি হৈলে অন্তর্ধান
দানে কিবা প্রয়োজন চাহিগো দাতা রে।
আমার যা কিছু আছে তোমা বিনে সবি মিছে—
সকলি তোমারে যাচে এস হে সত্বরে।

(১৩০)

যত কথা আছে তোমা কহিব,
যত ব্যথা আছে সবি ভুলিব ;
যত আশা আছে সবি পুরিব
তুমি এলে প্রাণ প্রিয় গো।
যত ফুল ফুটিয়াছে বনেতে
তুলিব তোমারি মালাটি গাঁথিতে ;
তোমারে সেবিতে পূজিতে
যা আছে সকলি দিব গো।

দিব সব ঘর দ্বার খুলিয়া ;
যত আলো দিব জ্বালিয়া ;
দিবা বিভাবরী ভরিয়া
তব রূপসুধা পিব গো।

আমার, যা কিছু কামনা সকলি
তব পায়ে দিব অঞ্জলি ;
আপন বলিয়া রাখিব না কিছু
তুমি শুধু মোর রবে গো।

(১৩১)

নিরজন বনছায়ে
ঝড়া পাতার বিছানায়
মরমের ব্যথা গলিয়া গলিয়া নামিছে অশ্রু ধারায়
মনে পড়ে কত মিলনের ক্ষণ,
বন অন্তরালে ঘন আলিংগন ;
সেই স্মিতমুখ নিরখি নয়নে পলক না ছিল তায়।
প্রেম রসে ভরা হরষ অমৃত
কোথা সেই হাসি, বাঁশি সুললিত ;
বিরহের ঝড়ে মিলন কুঞ্জ
ধ্বসিয়া পড়ে ধুলায়।

(১৩২)

ধন্য আমি রে আসি ব্রজপুরে ধন্য আমার নর জীবন।
পুলক বিস্ময়ে দেখিনু নয়নে ব্রজবাসী গোপগোপী রতন।
দেখিনু শ্রীনন্দ, স্নেহ মূর্তিমন্ত কৃষ্ণ বিরহ ব্যাকুল মন,
দেখিনু যশোদা কানু ভাবান্বিতা ডাকিছে 'নে ননী গোপাল ধন';।
দেখিনু সানন্দে রাখালবৃন্দে এখনো জাগিয়া রজনী ভোরে,
'কানাই আয়রে' বলিয়া ডাকেরে অভ্যাসে আসিয়া যশোদা দ্বারে।
দেখিনু গোপিনী শ্যামবিরহিণী নিয়ত নয়নে ঝরিছে ধারা।
দেখিনু রাধিকা প্রেমপুতলিকা মূরতি প্রেমরসেতে গড়া।
দেখিনু শ্রীব্রজ তীর্থকুলরাজ কৃষ্ণ-প্রেমের অমৃতখনি।
ভূলোকে দ্যুলোকে তুলনা নাহিক অপ্রাকৃত প্রেমধন ভূমি।

(১৩৩)

যে অবধি গেছে শ্যাম ;
সে অবধি আলো গিয়াছে নিভিয়া—
না জানি দিবস যাম

আমার আঁখিতে নাহি সূর্যোদয় ;
জীবন শুধুই অন্ধ তমোময়।
আঁখি মুদি করি প্রিয়ের ধেয়ান ;
যদি পুরে মনস্কাম।

বধু যদি আর না আসে ফিরিয়া
বিফল জীবন রাখি কি লাগিয়া ?
ধরাসনে মুই ত্যজিব পরাণ ;
মুছে যাবে রাধা নাম।

(১৩৪)

কেন মুরলী বাজাও তুমি অমন করে ?
কেন পরাণ কাড়িয়া লও সুর বাহারে ?
কিবা তার গান কিবা তার তান !
বুঝি বা না বুঝি হরে মন প্রাণ—
মোহিনী বাঁশরী মায়া যাদুকরী—
মজাইল ব্রজপুরে।
ভালোবাসা যেন সুরেতে মিশিয়া
পবন হিল্লোলে পড়ে ছড়াইয়া ;
প্রেমিক যেন গো ডাকে প্রেমিকারে ;
মধুর মুরলী স্বরে।

(১৩৫)

ওরা মোর প্রেম নিন্দা করিয়া বেড়ায়।
কলংকের কালো পংক মুখেতে মাখায়॥
অপমানে নাহি গণি, সহি কটু নিন্দা গ্লানি,
লোকনিন্দা মানিলে কি তাঁরে পাওয়া যায় ?

সে যবে পশে এ ঘরে, ভয়ে নিন্দা দূরে সরে ;
আলোর পরশ মাত্রে আঁধার পালায়।
প্রেমের পূরণ-শশী ছড়ালে কৌমুদীরাশি
কে তার কলংক নিয়ে শশাংকে দোষায় ?

(১৩৬)

কি মোহিনী জান বন্ধু, কি মোহিনী জানো!
বাঁশীতে চড়াইয়া সুর প্রাণ ধরে টানো।
কে রবে ঘরের মাঝে, কে রবে সংসার কাজে ?
যখন বাজাও বাঁশি মন মাতানো।
বনে বা নদীর তীরে গোঠে বা গিরিশিখরে
সবারে তোমার কাছে আনো, বন্ধু, আনো ॥

(১৩৭)

ও মোর প্রাণের বঁধুরে!
তোমায় নতুন করে পাবো বলে গেলে কি দূরে ?
তুমি, নতুন রূপে আস্‌বে ফিরে হৃদয় মন্দিরে।
নতুন ভোরে নবীন আলোয়
মুছাবে মোর মনের কালোয় ;
তোমার নতুন হাসি উঠবে হেসে
(মোর) গৃহ দুয়ারে।

ওগো আমার চির কালের !
একি লীলাখেলা ক্ষণ কালের ?
জাগাও, সুখদুখের ঢেউএর নাচন
চিত্ত সাগরে।

(১৩৮)

তুমি মোরে গেলে ছাড়ি' কিছু না বলিয়া ;
প্রেমের সমাধি নাহি সে রহে বাঁচিয়া।
বিরহ ঝটিকা মাঝে সে নয় নিঝুম ;
রহে না নোঙর ফেলি সে মাঝি নিপুণ।
উজানে টানিয়া লয় গুণেতে বাঁধিয়া।
চলার বিরতি নাই—, অন্তহীন পথে—
বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ ভগ্নচক্র রথে
ধাবিত সে পরিশ্রান্ত—তপ্তহিয়া নিয়া।

(১৩৯)

দারুণ বিরহ আঘাতে,
মোর, মন রহে না রে ঘরেতে।
দেহ পড়ে থাকে শূন্য বিছানায় ;
মন বনে বনে ভরমি' বেড়ায় ;
পাগলের প্রায় হারানো মাণিক
খুঁজিছে বনেতে কোণেতে।

কালোয় কালোয় হলো একাকার,
আঁধারের বাঁশি বাজেনা রে আর ;
পাইনে নিশানা সেই অজানার
অন্ধ আমার আঁখিতে

(১৪০)

তোমার কীর্তি কাহিনী ব্রজেতে বিস্ময় লাগে ভেবে
এত রূপ ভালোবাসা মানুষে সম্ভবে ?
এত গুণ এত গান বাঁশিতে এমন তান—
এত লীলা মনভুলান কে দেখেছে কবে ?
ব্রজের সুকৃতি ছিল দুর্দিনে তোমারে পেলে ;
গোপগোপী তব স্পর্শে অমরতা লভে।
অখ্যাত এ বৃন্দাবনে বিচরিয়া বনে বনে
মর্তে স্বর্গ রচি' গেলে প্রেমের গৌরবে।

(১৪১)

অন্য ধন হলে চুরি. কিনিতাম তায়
মন চুরি হল মোর কিনিব কোথায় ?
মনের বিষম জোর, বাঁধিব নাহিক ডোর
কোন পথে মন যায় কে বলে আমায় ?

আমার মনটি বাঁধা পড়ে যার হাতে
সেখানে যাইতে নাহি পারি কোনোমতে ;
মন লয়ে টানাটানি কাঁদি বসে অভাগিনী—
হরিল যে মোর মন তারে পাওয়া দায় ।

(১৪২)

চিত্ত যখন তোমারে চায় ।
দেহ ছাড়ি যেন হারিয়ে যায় ।
ভাবনা মূরতি তব, প্রাণমাঝে অভিনব
স্বরগ সুধার ঢেউ হরষে জাগায় ।
আমাতে না থাকি 'আমি', প্রেম মহোৎসবে নামি'
বিশ্বসাথে এক হয়ে নাচিয়া বেড়ায় ।
ওগো চিত্তহর প্রেমী ! মম চিত্ত লও তুমি ;
বিদেহী প্রণয় তব যেন না হারায় ।

(১৪৩)

শ্যাম বিনে নহে রাধা, রাধা বিনে নহে শ্যাম ।
এক বিনে অন্য আধা দুইএ পূর্ণমান ॥
রাধা বিনে শ্যাম-মেঘ শুধু ভাসে নীলে
জল ধারা পড়ে ঝরে রাধা হাওয়া পেলে
প্রীতিরসে বিশ্বভাসে পরিপূর্ণ মনস্কাম ।

শ্যাম পুষ্প রাধা তাহে সুধা মকরন্দ,
পিয়ে সুখে লাখে লাখে ভৃংগ ভক্তবৃন্দ ;
রাধাহীনা মধুপুরী মধুহীন চাক্,
নাহি সেথা মধুকরী নীরস বেবাক্ ;
রাধাশ্যাম যুগপ্রেমরসসিক্ত ব্রজধাম।

(১৪৪)

জীবন পথের ধারে
শূন্য মনের কুটিরে
আমারে একাকী বসাইয়া রাখি কোথা গেলে চুপিসারে ?
সকল থাকিতে কেহ মোর নাই—
সে কথা তোমারে কেমনে বুঝাই ?
শশীহারা নীলে কোটি তারা মিলে আঁধার ঘুচাতে নারে।
উতর হাওয়ায় পাতা কেড়ে লয়—পাণ্ডুর তরুলতা ;
বিরহিণী হিয়া কাঁদিছে নীরবে কারে কহে মনোব্যথা ?
বেলা যে ফুরায় আলো নিভে যায়,
হোল না তোমার আসার সময় ;
আরো হলে দেরী বড়ো ভয় করি দেখিব না আর তোমারে।

(১৪৫)

আমার কান্নাভেজা ভালোবাসা তাই কি লাগে ভালো ?
বিচ্ছেদবিরস চিত্ত আমার তাই কি রসালো ?
গহন বনের অন্ধকারে বাজাও মিলন বাঁশি ;
কালো মেঘের বক্ষে জাগাও বিজলীর হাসি ।
বিরহ-আগুনে প্রাণের প্রিয়ার প্রেম কাঞ্চন ঢালো ।
কাঁটার কমল না গাঁথিলে তব হয় না কণ্ঠমালা ;
বেদনা-চন্দন ক্ষয় না করিলে হয় না গন্ধ ঢালা ।
বিষাদ-সিন্ধু উপেক্ষাশৈলে মথিয়া প্রেমের অমৃত তোলা ।

(১৪৬)

তারে বাসি নি তেমন ভালো ;
সেই অভিমানে দূরে গেলো ।
নিকটে থাকিতে করি নি যতন,
পাতিয়া দেই নি হৃদয় আসন ,
ছুয়ারে আসিয়া দাঁড়াল যখন,
নিভানু ঘরের আলো ।
ছিনু গরবিনী আপন মানেতে,
মানীরে সম্মান পারি নি দানিতে ;
হাসিমুখে এলো প্রেম নিবেদিতে
ম্লান মুখে ফিরে গেলো ।

(১৪৭)

মথুরা যদি গো এত প্রিয় তব, ব্রজেরে করিব মথুরা।
ব্রজের রমণী হইবে নাগরী, সরলা হইবে চতুরা।
ছাড়ি গৃহাংঙ্গন যাবো রাজপথে ;
যমুনা যাবো না গাগরী ভরিতে ;
সাড়ী তেয়াগিয়া পড়িব ঘাগরা ; দুগ্ধ ছাড়ি পিবো মদিরা।
ভব্যতা ছাড়িয়া হবো বিলাসিনী ;
হাস্য চটুলা চিত্তবিনোদিনী ;
যাদু বিরচিয়া মোহিব পুরুষে
যৌবন মদঅধীরা।
রাখাল সখারা হইবে বয়স্য,
গোপালক হবে বেতনসর্বস্ব—
দধি মন্থনে ক্ষীরননী আর বানাবে না গোপবধূরা।

(১৪৮)

আমার পিরীতি মূরতি ধরিয়া যাবে মোর প্রিয় সন্ধানে।
পরাণ বঁধুয়া যেথা লুকাইয়া পশিবে তাহারি অংগনে।
এড়ানো না যাবে প্রেম-আকর্ষণ,
আসিতে হইবে প্রিয়ার সদন ;
প্রেমের শিকলে বন্দী রাখিব
অন্তর-কারা ভবনে।

দু'টি আঁখি মোর সজাগ প্রহরী,
রহিবে ঘিরিয়া দিবা বিভাবরী ;
নয়ন আড়ালে যেতে নাহি দিব
ছাড়িব না আর জীবনে।

(১৪৯)

বঁধু হে, কেমনে রহিলে ভুলিয়া ?
ব্রজ ছাড়িয়া দূরে সরিয়া হে—
যত লেখা দিলে মুছিয়া।
তব বাল্যলীলা সে কি মায়া কলা ?
গোঠে মাঠে বাটে কৈশোর খেলা
প্রেমের দোলায় যত দিলে দোলা
গেল কর্পূর সম উবিয়া।
কি খেলা খেলাও, ওগো খেলোয়ার !
দেখে দেখে চিতে লাগে চমৎকার ;
বিজলীর আলো জ্বালো সমারোহে
নিমেষেতে ফেলো নিভাইয়া।

(১৫০)

এসেছ যখন, বঁধু, কিছুকাল থাকো ;
উতলা কি হেতু চিত বুঝা যায় না কো।
ভালো যদি নাহি বাসো
কেন ঘুরে ফিরে আসো ?
আপন মনের খোজ্ আপনি না রাখো।

আমার মনের মাঝে
যে মধু লুকানো আছে
তোমার সকলি জানা ; জেগে ঘুমে থাকো।
তোমার লাগিয়া যেবা
অপেক্ষে যামিনী দিবা
পলকের দেখা দিয়ে তারে ছেড়ো নাকো।

(১৫১)

আমরা গোপিনী স্রোতস্বতী রে (সখি রে)।
নববরষণ প্রেমরসরতী কৃষ্ণসাগরে গতি রে।
সংসার গিরি এসেছি লঙ্ঘিয়া, কামনা উপল রাশিবিচূর্ণিয়া
পংকিল কলংক অংগে মাখিয়া ছুটেছি অনন্ত মতি রে।
মাধব অর্ণবে মিলন লগনে, করে প্রতিহত তরংগ শাসনে ;
ফিরিব কোথায় কেমনে জানিনা, নদী কি ফিরায় গতি রে।

(১৫২)

অনন্ত তোমার প্রেম বাঁধে না তোমারে ;
শুধু দিয়ে যাও ভালোবাসা ; চাহ না কিছু রে।
মহাকাশ সম বিশাল বলিয়া
তব প্রেম রাখে সকলি ধরিয়া ;
বাতাসের মত সর্বব্যাপী তাই
মালিন্য ছোঁয়না তাহারে।

চির বাঞ্ছিত চির উদাসীন !
বাঁধো সবি,—নিজে বন্ধন হীন ;
শত স্রোতধারা শত পথ বাহি
মিলে তব প্রেম সাগরে।

(১৫৩)

চিরপুরাতন ভালবাসা তুমি কত রং এ দিলে রাঙিয়ে।
পুরোণো প্রেমের বিপণি কত সুরম্য পণ্যে দিলে ভরিয়ে।
তোমার রূপেতে রসেতে হাসিতে
তোমার বাঁশির সুর ছন্দেতে—
ব্রজ ঘরে ঘরে বিলালে আনন্দ প্রতিজনে ভালোবাসিয়ে।
প্রতি গোপনারী হল যশোমতী ;
প্রতিটি রাখালে সমসখ্য প্রীতি—
প্রতি গোপাংগনা হইল শ্রীমতী তব সহ রাসে নাচিয়ে।
অখণ্ড তোমার প্রেমের মহিমা—
কম বেশী নাহি সর্বত্র সমানা ;
ব্রজ লীলা রস অমেয় অমৃত দিয়ে গেলে তুমি বিলিয়ে।

(১৫৪)

কোথায় রহিলে পরাণকান্ত
না হেরি তোমারে নয়নে।
খুঁজিয়া খুঁজিয়া হৈনু ক্লান্ত,
পড়ে আছি ভূমি শয়নে।

চরম দুর্গতি, হারামু শকতি

দূর পথ পরিক্রমণে।

ভগ্ন মনোরথ, চলি অর্ধ পথ

না পেয়ে পরাণ রমণে।

চলিতে না পারি, এস ত্বরা করি

লহ তুলে বক্ষঃ সদনে।

দেহ প্রেমামৃত করুণা কিঞ্চিত

করো না বঞ্চিত অকিঞ্চনে

(১৫৫)

মিলন-আনন্দ রস মাঝারে

কেন, আঁখি হতে বারি ঝরে? (সখি রে)

কেন, ভৈঁরোতে তান ধরিতে পূরবীর সুর এসে পড়ে?

হরষমগন নারী বুকে কেন বিরহ শংকাভয় জাগে?

কেন কোটালের জোয়ারের মুখে ভাটার পিছুটান এসে লাগে?

সমুজ্জ্বল দীপশিখা কোলে কেন আঁধার কলংক লাগা থাকে?

কেন কুসুমে লুকানো কীটেরা কোমল পল্লব কেটে রাখে?

আকাশের বায়ু সাগরে কেন ব্যাধিবীজাণুর চিরবাসা?

কেন প্রেমিক-প্রেমিকা অন্তরে সদাই প্রণয় ভংগ নিরাশা?

(১৫৬)

ব্রজেতে ফিরিতে কিসে মানা ?
পেরোবে না কেন, সখি, বৃন্দাবন সীমানা ?
গোপভূমি ত্যজিবার, যুকতি যখন তার
ব্রজেরে রক্ষিল কেন বধি' দৈত্যদানা ?
বিচিত্র করম তাঁর বোধগম্য নয় ;
কার সাধ্য করে তার কারণ নির্ণয়।
আপন খেয়ালে চলে, পাপী তাপী লয় কোলে ;
নিজজনে জেনে শুনে দুখ দেয় নানা।
কখনো নাচায় সুখে, কখনো কাঁদায় শোকে,
কি খেলা খেলায় তার কে পায় নিশানা ?

(১৫৭)

মরিতে পারি না, সখি ব্যথা পাবে শ্যাম ;
বিরহ দহন তাই সহি অবিরাম।
দুঃখানলে যত পুড়ি, সহিব জীবন ভরি,
পারে সে যাউক ছেড়ে ছাড়িব না হাম্।
ভুলিতে পারি না তারে যদি বা সে ভোলে ;
ভূমিতে ফেলিয়া যায় যদি অবহেলে—
তবু তার প্রেমমধু আমার জীবাতু শুধু ;
তাহারি স্মৃতির পূজা চির মনস্কাম।

(১৫৮)

এরে কিরে ভালোবাসা কয় ?
প্রিয় সন্নিধানে তবু বিচ্ছেদ ভয়।
কেবলি শংকা হারাই হারাই ;
এ ধনে রাখিতে অধিকার নাই ;
মুই অকিঞ্চন নাহি পারি দিতে
প্রেমের মূল্য নিচয়।
বিরহ ঘটিলে সে দুঃখ দুরন্ত
সকল সুখের করে সে অন্ত ;
চির কান্নার বন্যা নামিয়া
আমারে ডুবায়ে দেয়

(১৫৯)

তোমারেই শুধু চাহি প্রাণবঁধু আর কিছু সাধ নাহি গো ;
পদ কিশলয়ে রহি নিরালায় মধুপানে থাকি মজি গো ;
দুঃখ যদি দেও বুক পেতে লব, সুখ দেও যদি আশিস্ গণিব,
আলো আঁধারের হাসি রোদনের ভেদাভেদ তুলি' লহ গো
আমার জীবন-ব্যবস্থাপনা, তব ইচ্ছামত করহ রচনা,
শুধু তব পদে করো না বঞ্চনা, তোমাবিনে নাহি বাঁচি গো।

(১৬০)

সবুজের সমারোহে এল রে বসন্ত ;
মুঞ্জরিত তরুযত হলো পুষ্পবন্ত।
কুহেলীর বলিদান, বিহগের কলগান ;
মধুপ ধরিছে তান রসে রসবন্ত।
পালায় উতর বায় দখিনের অভিযানে,
দ্যুলোক ভূলোক জাগে আলোকের নিমন্ত্রণে ;
বাহিরে উৎসব মেলা, মুই ঘরে একেলা
প্রাণসখা বিনে সহি বেদনা দুরন্ত।

(১৬১)

যশোদা দুলাল ওগো নন্দনন্দন !
মোরে হেন আচরণ কহ কি কারণ ?
আমারি আংগিনা দিয়া সংগে সখাগণ নিয়া
ধেনু বৎস খেদারিয়া গোঠেতে গমন।
বাতায়ন খুলি দিয়া আমি রহি নিরখিয়া
এ চোখে তোমার দৃষ্টি ফেলো না কখন।
হাসি মাখা ঐ মুখ দেখিতে পরম সুখ ;
কভু নাহি তোল মুখ নিঠুর এমন।
মুছিয়া নয়ন জল যাই ফিরে গৃহতল ;
তুমি না বুঝিবে বঁধু নারীর বেদন।

(১৬২)

মণিহারা হয়ে, সখি, হৈনু বিভ্রান্ত ;
হৃদয় শ্মশান করি' গেল প্রাণকান্ত।
নির্মেঘ আকাশ হতে, চকিত অশনি পাতে
ধ্বসিল আশাপ্রসাদ, দৈবের নির্বন্ধ।
বেদনাবন্যার জল ভাসাল সব সম্বল ;
নিঃস্ব নিরাশ্রয় হৈনু চির-সর্বস্বান্ত।

(১৬৩)

বরষ ফুরায়ে বরষ এল রে কালচক্রের ঘুর্ণনে।
আমার আকাশে যে রবি ডুবিল, উদিল না উষালগনে।
বিগত রাতের আঁধার ঘোচে রে আগামী আলোর পরশে।
ভাটার টানেতে যে নদী শুকায় জোয়ারের মুখে ভরে সে।
আমার প্রেমের তটিনী শুকাল চির বিরহের টানে।
এ নদীর তীরে মরুর বালুকা মিলন প্লাবন হল না ;
না ফুটিল ফুল শুষ্ক মুকুল শ্যামলতা ফিরে এল না ;
বিচ্ছেদ খরায় প্রাণ যায় যায় শ্যাম জলধর বিহনে।

(১৬৪)

মুক্তিকামী নই গো আমি, স্বর্গ নাহি চাই।
মরণ কালে কালাচাঁদের বদন হেরে যাই।
(মোর) শয্যাপরে করবে আসন,
নয়নে মোর রাখবে নয়ন ;
শিরে তাঁরি হাতের পরশ
(যেন) যাবার বেলা পাই।
আবার যদি আসি ফিরে
সুখ দুঃখের সাগর তীরে
রাধানাথে আবার পেতে
কামনা জানাই।

(১৬৫)

মুছিয়া কি হবে, সখিরে, আমার নিত্যঝরা এ আঁখির জল ?
জীবন-নাটিকা বিয়োগ-অন্ত হবে না আমার পালাবদল।
সবুজের শিরে শিশিরের সম,
ক্ষণিক মিলন ভালে লেখা মম ;
অক্রূর-তপন গোকুল গগনে উদিয়া শুষিল মরম তল।
লবণ-সাগরে পানীয় কি জোটে ?
সুনীল অম্বরে কবে ফুল ফোটে ?
তুষার-নিলয়ে মলয় সমীর বহিয়া করে কি প্রাণ শীতল ?

(১৬৬)

নিজেরে না তুষি' আমি তুষিলাম তাঁরে
সেই অপরাধে বুঝি, হারান্থু তাহারে।
আমার অজ্ঞান পাশ
গলে মোর দিল ফাঁস ;
'স্বখাত সলিলে' ডুবি' কে লইবে তীরে ?
নিজে ভাঙি নদীসেতু
স্থপতিরে তুষি শুধু ;
পারের তরী ডুবাইয়া তুষি' কাণ্ডারিরে।

(১৬৭)

শ্যামপদ সেবামৃত বঞ্চিত এ জীবন।
হায় বিধি ! দিয়া নিধি কর দত্তাপহরণ।
প্রাণনিধি যদি গেল, কি নিয়া কাটাব কাল—
কি আশার আশে আর করিব দেহ ধারণ ?
প্রায়োপবেশন করি' 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম স্মরি
যাবো দেহ পরিহরি যথায় প্রাণরমণ।
মথুরার ধূলি সনে মিশে যাবো সংগোপনে
যেথায় যাবে বঁধু আমার পাবো তাঁর রাঙা চরণ।
মিশিব যমুনা সংগে স্নানকালে শ্যাম অংগে—
অনায়াস আলিংগনে আনন্দে হব মগন।

(১৬৮)

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ১ম পরিচ্ছেদের ২১ শ্লোকে উদ্ধৃত শ্রীরূপগোস্বামী কৃত বিদগ্ধ মাধবের ১।৩৩ শ্লোকের অনুকরণ)

'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়ে কত সুধা ধরে
ত্রিজগতে পরিমাপ কে করিতে পারে ?
এক মুখে উচ্চারিয়া তৃপ্ত নহে রসনা ;
বহু মুখে কীর্তনে জাগে তীব্র বাসনা।
একবার কৃষ্ণনাম শুনি যদি কানে,
লক্ষ লক্ষ কান যাচি বিধাতার স্থানে।
পশে যদি কৃষ্ণনাম হৃদয়-অংগনে,
সর্বেন্দ্রিয় মূর্ছা যায় পরাজয় মেনে।

(১৬৯)

শরদ্ রাতে পূর্ণিমাতে যমুনার পুলিনেতে
রাসমঞ্চে কি যে রসের লীলা করলে, রসময় !
ডাকলে মোহন বাঁশীর স্বরে কোন্ প্রেমিকা রৈবে ঘরে ?
ছুটিল যে যেম্নি পারে সে ডাক শুনে মধুময়।
রৈল পড়ে ঘর সংসার পতি পুত্র পরিবার ;
প্রেমের গুরু ডাকে যারে, তার কি সময়-অসময় ?
শিকলেতে বাঁধল যারে, আগল পড়ল যাহার ঘরে,
দেহ ছেড়ে তার পরাণ পাখী তোমার সঙ্গ আগে পায়।

ধাইল যারা তোমার পানে কেহ কারে নাহি জানে,
সবাই আগে চায় তোমারে বিলম্ব কারো না সয়।
যত গোপী তত শ্যাম, রাসনৃত্য অবিরাম ;
মজাইলে যে রসেতে অমর্ত্য সে আনন্দময়।

(১৭০)

যে খেলা খেলিলে, বঁধু, আমারে সংগিনী করে,
কোথাও নাই তার তুলনা এই বিশ্ব চরাচরে।
তোমারি প্রেমের ফাঁদে
ধরা দিনু নির্বিবাদে ;
ভয় করিনি অপবাদে প্রেমের রাজ্যে কেবা ডরে ?
এযে তোমার ছেলে খেলা
ভেঙে দিবে বিদায় বেলা ;
কাজ এলে ঠেলিবে পায়ে,—আগে কে তা বুঝতে পারে ?

(১৭১)

বর্ষণ মথিত নিশীথে
চক্ষের ঘুম মোর গেছে তব সাথে।
ঘন গরজনে গুমরি' গুমরি'
নিয়ত আকাশ ঢালিতেছে বারি ;
ধরণী গগনে চির ব্যবধান বরষা চাহিছে মিলাতে।

জলধর করে অফুরন্ত দান ;
গিরিধর, কোথা কৈলে অন্তর্ধান ?
বাহিরে শীতল, অন্তরে অনল জ্বলিছে, পারি না সহিতে।
তোমা আমা মাঝে বিচ্ছেদ-যমুনা
কোন্ সেতু বেঁধে ঘুচাব জানি না !
এ হৃদি পাহাড়ে মেঘ না সঞ্চারে, উড়ায় নিরাশা বায়ুতে।

(১৭২)

প্রেম কি পুতুল খেলা ?
খুসী হ'ল ভেঙে দিলা।
প্রেম নয় বস্তু ধন,—ক্ষণিক কায়ামিলন ;
সে যে প্রাণ বিনিময়, তাহার নাহি মরণ।
না জান নারীর প্রাণ, দিতে চাও বলিদান ;
সাংগ করিতে চাহ ইচ্ছাসুখে প্রেমলীলা।
নারীর বেদনা, বঁধু, বুঝাতে না পারি—
মরিয়া হইব নর,—তুমি প্রিয়া নারী ;
তোমারে ছাড়িয়া গিয়া বিরহে পোড়াব হিয়া
সম্ভোগ-স্মৃতি ইন্ধনে জ্বালাইয়া অগ্নিজ্বালা।

(১৭৩)

মুছিস্ নারে, মুছিস্ না সই, আমার এ আঁখির জল ;
প্রিয়বিরহ-বেদনা-সম্ভূত—এ নয়ন বারি মম সম্বল।
অশ্রু আকারে সে ছিল অন্তরে,
শোকের তাপেতে উথলি' উঠেরে ;
যে তাপে হৃদয় যাইত ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া হল শীতল।
ভাসাক্ আমার বুক, সকল অংগ রে,
এ অশ্রু-ধারায় পাবো তাঁহারি সংগ রে ;
বেদনার বেশে এসেছে আজি রে, প্রিয়তম মোর প্রাণবৎসল

(১৭৪)

বঁধু না ফিরিতে মরি যদি, সখি,
এ দেহ ফেলো না পুড়িয়া।
এ দেহ তাহারি—নহে রে আমার ;
তাঁরি পায়ে দিও সঁপিয়া।
মৃত দেহখানি প্রিয়ের পরশে
জাগিবে আবার দরশন আশে।
প্রেম-সঞ্জীবন অমৃত-সিঞ্চনে
চির ঘুম যাবে টুটিয়া।

(১৭৫)

ব্রজের ভবনে ভবনে

যে অনল জ্বালা জ্বেলে গেলো কালা,

সে জ্বালা নিভিবে কেমনে ?

বাহিরে আগুন দেখা নাহি মেলে,

নিভেনা জ্বলন্ জল ঢেলে দিলে ;

দহে অহরহ বিরহ দুঃসহ

গভীর হৃদয় গহনে।

কংসেরে বধিতে ব্রজের দহন ;

বিনা মেঘে হল অশনি পতন ;

রাবণে নাশিতে সীতার লাঞ্ছনা

লিখিত রয়েছে পুরাণে।

(কৃষ্ণে) ভালোবাসে যেখানে যাহারা

তাদেরি নয়নে ঝরে অশ্রুধারা ;

আপন জনেরে জ্বালায়ে পোড়ায়ে

কি খেলা খেলায় সে জানে।

(১৭৬)

তোমা লাগি কাঁদি, বঁধু, তাই ভালো তাই ভালো।

পাছে তোমায় যাই ভুলে তাই বিরহ অনল জ্বালো।

মিলনে তোমার বাহিরে উদয়, বিরহেতে পাই হৃদয়ে ;
দুখের আগুন পোড়ায়ে পোড়ায়ে খাঁটি সোনা দেয় মিলায়ে
আঁখি জলে ধুয়ে হৃদয় কালিমা ফোটায় অমল আলো।
বাহিরে তোমার না হল বা দেখা তাহাতে দুঃখ নাই,
অন্তর পটে রহ চির-আঁকা-এ মিনতি তব ঠাঁই।
জন-কোলাহলে হারাই তোমারে, নিরজনে হেরি অন্তর ভরে,
গোপনে হৃদয়মন্দিরে এস গো জীবন-জগত আলো।

(১৭৭)

মেঘ নয় রে, বুকের বাষ্প
জম্‌ল সারা আকাশ তল।
বৃষ্টি নয় রে, ব্রজের রোদন,
ঝরে পড়ে অনর্গল।
দামিনী নয়, ঝিলিক জ্বলে
বিরহের তীব্র অনল ;
বাতাস নয় রে, দীর্ঘ নিশাস্‌
ছুটে বেড়ায় ব্রজ মণ্ডল।

যমুনা নয়, ব্যথার নদী
দুঃখ স্মৃতির কালোজল ;
তরঙ্গ নয়, হরি হারা
গুমরিছে জল কল্লোল।
ব্রজ নয় রে, ব্রজের শ্মশান
পোড়ায় গোপ গোপীর দল।
শ্যামশূন্য বৃন্দারণ্য
জ্যান্ত শবের আবাসস্থল।

(১৭৮)

"আছে যোগ প্রাণে প্রাণে
বিয়োগ বাহিরে ;
তোমা সনে মিলি যবে
থাকো সুপ্তি ঘোরে।"

এ তব সান্ত্বনা বাণী
বুদ্ধিতে লইনু মানি—
চিত্ত যে ব্যথিয়া ওঠে
শূন্য হাহাকারে।

জাগিয়া না পেয়ে সংগ
কাঁদে মোর প্রতি অংগ ;
ধিক্কারি যৌবন রূপ
ব্যর্থ তব দ্বারে।

(১৭৯)

আমার সুখের নিশি ফুরাল রে চকিতে।
শুকাল রে প্রাণ পুষ্প বাস নাহি ছুটিতে।
হৃদয়ের বীণাখানি
বাজাত মধু রাগিণী ;
সহসা ছিঁড়িল তার
গান নাহি থামিতে।
যে তরী বাহিয়া সুখে
ভেসেছিনু নদীবুকে ;
কর্ম্মফলে পাকজলে
ডুবিল সে তলাতে।
বুকভাঙা বেদনায়
প্রাণ তবু নাহি যায় ;
আসিবে সে আসিবে রে ;—
আশা জপে কানেতে।

(১৮০)

যতই দুঃখ পাই বন্ধু পারিতাম তা সইতে।
যদি তোমার হাতে দিতে দুঃখ, দূরে নাহি যাইতে।
যতই ভারী হোক্ বোঝা পারিতাম তা বইতে;
যদি তোমার হাতে তুলে ভার মাথায় দিতে লইতে।
যত দূরই হোক পথ পারিতাম তা যাইতে;
যদি তুমি থাকতে পাশে আমার ক্লান্তি ঘুচাইতে।
ঝড় ঝঞ্ঝা যতই আসুক, পারিতাম নাও বাইতে:
যদি তুমি থেকে অভয় দিয়ে কাছে দাঁড়াইতে।

(১৮১)

সবাই মোর ছাড়ে ছাড়ুক
শুধু তুমি থেকো একা।
সবাই যাক মুখ ফিরায়ে
(শুধু) ঐ মুখটি হোক দেখা।
তোমার পানে চেয়ে চেয়ে
জীবন বেলা যাক্ ফুরিয়ে ;
না করা কাজ থাকুক পড়ে
জমার ঘর থাক্ ফাঁকা।

আনন্দে মোর ডুবুক চিত্ত,
হাসিতে প্রাণ ভরাও নিত্য ;
হৃদয় পথে পড়ুক তোমার
রাতুল চরণ রেখা

(১৮২)

যতদিন কাছে ছিল তাঁরে নাহি চিনিনু ;
এবারে হারায়ে বুঝি কি যে ধন হারানু !
তখন সুখের দিনে
লইনি তাঁহারে চিনে ;
বিহার শয্যাসনে
অনাদর করিনু ।
আজিকে হারায়ে তায়
কাঁদি মনোবেদনায় ;
কেন মোর প্রাণনিধি আঁচলে না বাঁধিনু !
ফিরিয়া কি পাবো আর
সে রতন সারাৎসার ?
অপর্ণার তপোবল
আমি নাহি লভিনু ।

(১৮৩)

সখি, তাঁরে ভোলা নাহি যায়।
যা কিছু ভাবনা লহরী ওঠেরে
শ্যাম প্রেম নীর পূরিত তায়।
কৃষ্ণ প্রেম রসে জারিত এ মন :
কেমন সে মনে ছাড়াব এখন ?
সমীরণ কি রে ছাড়ে নীলাকাশ,
জল কি মেঘেরে ছাড়াতে পায় ?
আপন বলিয়া নাহি কিছু মোর,
সবই হরিয়াছে শ্যাম চিতচোর ;
হৃত ধন নিয়ে পশিল অন্তরে
কেমন সে চোর এড়ানো যায় ?

(১৮৪)

কানুন কাহিনী সখি, কহন না যায় রে।
যত কহি শেষ নাহি কথা না ফুরায় রে।
কানু রূপ দেখিবারে দু'নয়ন কিবা করে ?
সহস্র নয়ন বিধি নাহি দিল ; হায় রে।
কানুর কীর্তির কথা লাখ কোটি কাব্যগাঁথা
গাহে যদি যুগ যুগ তবু না ফুরায় রে।

কানুর প্রেমের সুধা পিয়ে যত বাড়ে ক্ষুধা ;
মিলনে অধিক বাড়ে বিরহ ব্যথায় রে।

(১৮৫)

ওগো গিরি গোবর্ধন আছে তব ভাষা ;
অফুরন্ত তৃষ্ণা মম অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কোথা সে পুরুষ প্রাজ্ঞ ? নিষেধিল ইন্দ্রযজ্ঞ।
আচরিল গিরিপূজা দেবদর্পনাশা।
বজ্রধর রোষ ভরে সপ্তদিবস ধরে
প্রহারিল ব্রজপরে দারুণ বরষা।
কোথা সেই মহাবলী কনিষ্ঠা অংগুলি তুলি
গিরি খানা উচ্চে ধরি রচে গুহাবাসা।
আজি বহুদিন ধরি খুঁজি সেই গিরিধারী
কহ গিরি কোথা সেই গোকুল ভরসা ?

(১৮৬)

আমার কি হল কি হল সখি রে ?
জল নাহি মানে আঁখি রে।
তারে ভুলিবারে চাই গৃহকাজে যাই ,
আন্‌মনা হতে চাহি রে।
তবু থাকি থাকি মন কহে ডাকি'
বাঁশি ডাকে তোরে বাহিরে।

আমি মনের বুঝাই কত মতে, সই
দেহে মন নাহি দেখিরে,
মোর মন করি চুরি কে লইল হরি'
কেমনে এ মনে রাখিরে ?

(১৮৭)

(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ 'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি
ইত্যাদি মহাপ্রভূমুখোক্ত শ্লোকের ছায়াবলম্বনে)

লেশমাত্র কৃষ্ণ প্রেম নাহি মোর পরাণে ;
থাকিলে বিরহে তাঁর বেঁচে আছি কেমনে ?
এই যে নয়নে গলে অশ্রুধার,
এ শুধু প্রকাশে গূঢ় অহংকার ;
তার লাগি মোর কত ভালোবাসা দেখাই আকুল রোদনে।
এই ফাঁকি দিয়ে তাঁহারে পাবোনা,
সে জানে সবারি গোপন ভাবনা ;
যবে হবে মম সত্য প্রেমোদয় বাঁচিব না কৃষ্ণ বিহনে।

(১৮৮)

বারি ঝরে শাওনে
শত শত নয়নে।
ব্রজের ভবন বিষাদে মগন
বঁধু বিহীন জীবনে।

আকাশ জোড়া মেঘের প্রলেপ
নাহি আলোর রেখা ;
সংগীহারা বিহংগিনী
ডেকে মরে একা।
পবন নিশাস্ ছাড়ি'
ভরমে এলোপাথারি ;
খুঁজে যারে পায়না তারে
ব্রজপুর অংগনে।

(১৮৯)

আমি মরিব প্রায়োপবেশনে ;
যদি নাহি বঁধু ফিরিয়া ব্রজেতে
কথা কহে মোর সনে।
আমি রহিব রে ভূমি শয়নে ;
যতদিনে বঁধু তুলিয়া আমারে
না বসায় একাসনে।
আমি কাঁদিব আকুল নয়নে ;
যতদিনে বঁধু আমার ছু-আঁখি
না মুছে আঁচল বসনে।

আমি দহিব বিরহ জ্বলনে ;
যদি নাহি বঁধু তুই হাতে মোরে
তুলে প্রেম-আলিংগনে।
আমি যাবোরে বিজন কাননে ;
ঘুচাতে সন্তাপ আচরিব তপ
আনিতে হৃদয় রমণে।

(১৯১)

দাঁড়াও, বঁধুয়া, অদূরে দাঁড়াও, আর এগিয়ো না তুমি।
দূরে থেকে তুমি বাজাও মুরলী প্রাণভরে গান শুনি।
দূর হ'তে তব রূপের মাধুরী
দেহ দেখিবারে দু'টি চোখ ভরি ;
দূরে দাঁড়াইয়া ডাকো নাম ধরি' জুড়াইয়া যাক্ পরাণী।
তুমি যবে দেহ ঘন আলিংগন,
নাহি থাকে দেহ নাহি থাকে মন ;
আপনা হারাই তোমার মাঝারে না থাকে আমাতে "আমি।"

(১৯২)

ব্রজধাম ছেড়ে যতদূরে যাই ভুলিতে নারিব আমি।
অন্তর-ফলকে খোদিত আমার প্রীতিভরা ঐ স্মৃতিখানি।

যতই সাগর তরংগ সংকুল,
পবন আঘাতে যতই ব্যাকুল ;
রত্নাকর তলে যেথা রত্ন জ্বলে
সেথা নীর চিরস্থির, জানি।

যতই বিপুল কর্ম সাধনা,
যতই মংগল-ধর্ম স্থাপনা ;
ব্রজপুর প্রেম-মহিমা আলোকে
দীপ্ত আমার চিত্তভূমি।

(১৯৩)

রাত জেগে থেকে থেকে পড়ি ঘুমাইয়া ;
নিদ্রাকক্ষে পশে মোর প্রাণ-কানাইয়া।
কাছে এসে ধীরে ধীরে
ডাকে সে কত আদরে ;
চির হতভাগী মুই না উঠি জাগিয়া।
ইতি উতি চাহি' শেষে
আমার শয্যাতে বসে
কপোলে চুম্বন-রেখা দেয় সে আঁকিয়া।
এ নহে স্বপন, সই,
পরশে জাগ্রত হই ;
সহসা কোথায় বঁধু যায় পলাইয়া ?

(১৭৪)

আমার, কিছুই ত বলা হল না।
আমার, পুরিল না কোনো বাসনা।
কত কথা ছিল তোমা কহিতে
কত ব্যথা বুকে ছিল জুড়াতে
কত আঁখি বারি ছিল মুছাতে
কিছুই ত করা হল না।
কত আশাডোরে বুক বাঁধিনু ;
কত উজানের জল টানিনু ;
কত না কাঁটার আঘাত সহিনু ;
সাধনা-সিদ্ধি এল না
কত দিবস রজনী ভরিয়া
কাটানু জীবনভর কাঁদিয়া ;
রৈনু, আশাপথ তব চাহিয়া
তবু, দেখা পাওয়া গেল না।

(১৭৫)

তোমার বিরহ-ব্যথা দুঃসহ
মোরে অহরহ কাঁদায় গো।
গৃহে যত সুখ সে মোর অসুখ ;
মরুসম বুক শুকায় গো।

দুঃখতাপে মরি' স্মরি 'হরি হরি',
চির দুঃখহারী কোথায় গো ?
তুমি বৈদ্যরাজ নাহি ব্রজমাঝ,
কে আমারে আজ বাঁচায় গো ?
প্রাণ যায় যায়, নাহি বাহিরায়
তোমার আসার আশায় গো।
সে আশা কি মম হবে না পূরণ ?
এ নারী-জীবন ফরায় গো।

(১১৬)

শাওনের বারি ঝরে ;
কী ব্যথার অশ্রু, ওরে !
মেঘের বিষাদ ভার আকাশে না ধরে।
দেখ চেয়ে, সখি, যমুনার বুকে
ঘোলা হ'ল জল, কি জানি অসুখে ;
নিরুপায় পাখী ছাড়ে ভাঙা বাসা মুখে ভাষা নাহি সরে।
এ ঝরা শাওনে বেদনা আমার
গুরুভার হলো ; সহেনা ত আর ;
প্রিয় হারা মোর পঞ্জিত বিষাদ এ বুকে ধরিতে নারে।

(১০৭)

কোথা চলিয়াছ, ফিরিয়া তাকাও, শোন শোন গিরিধারি!
আনত আনন তোল তোল দেখি, ঝরে কি নয়ন বারি?
মুখে নাই হাসি, হাতে নাই বাঁশি,
গোপবেশ ছাড়ি হলে রাজ বেশী।
কোন্ রাজ্য লোভে তব প্রিয়তম গোপজন যাহ ছাড়ি'?
চির উদাসীন বন্ধনবিহীন নিঠুর প্রেমিক ওগো!
ব্রজের জীবনে তুমি ছেড়ে গেলে ব্রজ কিসে বাঁচে কহো?
আগে ব্রজভূমি যাক্ রসাতলে,
পরে যেও তুমি যেথা ইচ্ছা চলে;
কেহ না কাঁদিবে, নিরালায় যাবে মথুরার রথে চড়ি।

(১৯৮)

যমুনার বুকে ঐ যে লহরী নিয়ত পড়িছে আছাড়ি,
কি বেদনা প্রাণে পেয়ে সে কাঁদিছে
বুঝেছি, রে সহচরি।
কৃষ্ণ পরশন হরষ সরসা
বঞ্চিতা যমুনা আজিকে সহসা;
অন্তর বেদনা সহিতে না পারি
উতরোল হল লহরী।

কাজল মেঘের ঘন ছায়া পড়ে কালিন্দীর বুক জুড়ে,
কালার বিরহ-জ্বালা না জুড়ায় আরো যায় বেড়ে বেড়ে।
বাতাসে নিশ্বাস উঠিছে পড়িছে ;
তীরে শুষ্ক পত্র নিয়ত ঝরিছে ;
বাঁশরীর গানহারা তীরতরু ঘন ঘন ওঠে শিহরি।

(১৯৯)

কোথা গেলি, ওরে গোপাল, মা বলে কে ডাকবে রে ?
তুই বিনে আর কেহ নাই যশোদায় মা বলবে রে।
চাঁদ মুখেতে মধুর হাসি তুই বিনে কে হাস্‌বে রে ?
রাঙা পায়ে নূপুর ধ্বনি না শুনে বুক ভাঙ্‌বে রে।
তুই বিনে মোর ক্ষীর ননী সর কেবা চুরি করবে রে।
বেণু কাঁদে ধূলোয় পড়ে, কার বদনে বাজবে রে ?
রোজ সকালে তোর সখারা, 'ভাই কানু' ডাক্ ডাকবে রে।
কানুরে না পেলে তারা প্রাণে কি আর বাঁচবে রে ?

(২০০)

শিহরে সর্বাংগ কেন গোবিন্দ স্মরণে ?
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ কেন 'কৃষ্ণ' উচ্চারণে !
বংশীরবে কেন মম, প্রাণ হয় উচাটন,
ছুটিয়া বাহিরে চলে ধ্বনি অন্বেষণে ?

শ্যাম দরশনে, সই, কেন আত্মহারা হই ?
নয়ন পলক-হারা চাহি' তার নয়নে ?
প্রিয়ের পরশ-মাত্রে স্বেদ ঝরে কেন গাত্রে ?
বিবশ শিথিল অংগ তাঁর আলিংগনে ?
যবে বঁধু দূরে যায়, বুক কেন ভেঙে যায় ?
সংজ্ঞাহারা কেন হই তাঁর অদর্শনে ?

(২০১)

সখি রে, পাষাণ অধিক মোর হিয়া।
দারুণ বিরহ-অশনি সম্পাতে গেল না রে বিদরিয়া।
আন্‌রে শাণিত ছুরী এ বুক চিরিয়া হেরি'
কঠিন পরাণ কিসে রয়েছে টিকিয়া ?
কে বলে কোমলা নারী ? নিঠুর কঠোর ভারি ;
দুর্জয় আঘাত সহি' গেল না ভাঙিয়া।
দিনগত দুঃখভার ক্ষয় হবে কবে আর
মরম বঁধুয়া কবে লবে আলিংগিয়া ?

(২০২)

ওরা বলে ব্রজ ছেড়ে গেছ মধুপুরে।
আমি দেখি—তুমি আছ প্রতি ঘরে ঘরে।

প্রতি গোপগৃহে ঢুকে
ননী চুরি কর চুপে ;
গোপীরা কৃত্রিম কোপে তাড়ায় তোমারে।
ধরিয়া সখার কাঁধ
যাও গোঠে কালাচাঁদ ;
বেত্রটি দক্ষিণ হাতে, বাঁশি বাম করে।
তুমি যেন বনে বনে
বাঁশি ফুঁকে প্রতি ক্ষণে
উতলা গোপিনীগণে ডাকিছ বাহিরে।

(২০৩)

মথুরার রাজবেশে তোমারে নাহিগো চাই।
বেণুধর ব্রজগোপাল দেখিয়া চোখ জুড়াই॥
রাখালবেশে এস ফিরে
গোপনারীর অন্তঃপুরে ;
ক্ষীর নবনী আছে ঘরে
চুরি করহ তাই।
পাঁচনি লইয়া মুঠে
ধেনু চড়াও গোঠে মাঠে ;
সায়ংকালে সখার দলে নিত্য তোমায় পাই।

বাজাও বাঁশি নিকট বনে ;
ঘরে বসি সে গান শুনে'
মনপ্রাণ ঢেলে তোমায়
ভালোবেসে যাই।

(২০৪)

সব চেয়ে সুখী ভাবিতাম মোরে
সব চেয়ে দুঃখী হইনু।
সব চেয়ে বেশী পেয়ে ভালোবাসা
সব চেয়ে বেশী হারানু।
কৃষ্ণ প্রেমের হইয়া প্রেমিকা
মনে মনে মোর ছিল অহমিকা ;
বুঝি সে কারণে বিরহ আগুনে
সব চেয়ে বেশী জ্বলিনু।
প্রিয়তম মোরে দিল যে যাতনা
এ জগতে যেন কেহ তা পায় না ;
মোরে দেখি' যেন পায় রে সান্ত্বনা,
না কাঁদে যেমন কাঁদিনু।

(২০৫)

এ নিকুঞ্জ তলে, সখি, যাবো মরিয়া ;
বঁধুর মধুর স্মৃতি বুকেতে ধরিয়া।

এখনে বকুলতলে শুক্‌নো ফুলের দলে
বঁধুর অংগের গন্ধ রয়েছে মিশিয়া।
এখানে ভ্রমর-গানে স্মরায় বাঁশির তানে ;
ভাবি মনে বঁধু অংকে পড়েছি ঢলিয়া।
এখানে মরণে সুখ জুড়াবে বিরহ-দুখ ;
অনন্ত মিলন-তৃষা যাইবে মিটিয়া।

(২০৬)

প্রেমের সমরে সখি, মানিনু পরাজয় ;
প্রিয় কাছে পরাজয় অগৌরব নয়।
বিফল রমণীরূপ যৌবন অস্থির ;
চূর্ণ হল অহমিকা অবনত শির।
মান অভিমান রাশি আঁখি নীরে গেল ভাসি' ;
(এবে) রমণীয় নারী দেহ ধূলিতে লুটায়।
কৃষ্ণ প্রেমিকা বলি ছিল মনে অহংকার ;
কৃষ্ণ বিরহে, বহি বিপুল কলংক ভার।
আমারি আঙিনা দিয়া গেল বঁধু উপেক্ষিয়া,
না কহি' একটি কথা বিদায়-বেলায়।

(২০৭)

মোদের করিয়া লহ চরণের দাসী;
আন্ পদে মন দিতে নহে অভিলাষী।

রাতুল চরণ বুকে, রাখিয়া পরম সুখে
ধোয়াতে মোছাতে সেবিতে পূজিতে
আমরা চিরপিয়াসী।
ছাড়িব সকল কাজ, ছাড়িব গৃহ সমাজ ;
সকলের প্রেমে হইয়া বঞ্চিত
তোমারেই ভালবাসি।
ব্রজপুরে তুমি বই গোপিনীর কেহ নাই।
তব পদতরী করিয়া আশ্রয়
প্রেমনীরে রবো ভাসি'।

(২০৮)

ভালোবাসা মোর করিয়াছে ভুল ? কভু নয়, সখি, কভু নয়।
বিরহঝটিকা দাপটে সহসা চঞ্চল মন স্থির না রয়।
ভালোবাসা নয় দেহের-মনের সে যে আত্মার সাধন ধন ;
যত ব্যবধান হোক বিরচিত অমর অক্ষয় প্রীতিবন্ধন।
বেদনার বিষে যত আঁখি ঝরে
ভালোবাসা চির অমৃতময়।
শত উপেক্ষা প্রেম প্রত্যাখ্যান ; না মিটেরে যদি মিলন সাধ ;
প্রেমের শিকল রহিবে অটল, ভাঙিবে না তার অটুট বাঁধ।
সাগর অতলে প্রেমের রতন তরংগবিক্ষোভে তার কি ভয় ?

(২০৯)

সখি, আর ফেরা নাহি যায়।
আলোর সন্ধান পেলে আঁধার কে চায় ?
নাহি ফিরিবার ঘর, কোনো ঘর নহে মোর ;
যে ঘরে প্রাণের বন্ধু খুঁজি শুধু তায়।
এ জীবনে নাহি স্থিতি, না জানি কোথায় গতি ;
কত দূরে প্রাণপতি শান্তি দাতা, হায়।

(২১০)

ধৈরয ধর ওগো রাধে !
ফিরিয়া পাবি রে শ্যামচাঁদে।
ঢাকিল যে মেঘ সোনার চাঁদেরে।
প্রেম হাওয়া বেগে যাবে সে উড়ে রে ;
মিলন আকাশে দেখা সে দিবে রে।
রাখ, আশা ডোরে বুক বেঁধে।
মিলন আনন্দ বিরহ বেদনা
তাঁরি লীলাখেলা জেনে কি জান না।
যে নিভালো আলো সে পারে জ্বালাতে ;
সব ভার দেরে তাঁর কাঁধে।

(২১১)

আসিবে ফিরিয়া নববসন্তে একথাটি ছিল রটনা ;
সদ্যঃ স্নাতা যত ব্রজের ললনা দাঁড়ায়ে পুলক নয়না।
তরুণ অরুণ সোনার থালায়
রচিছে অর্ঘ্য কিরণমালায় ;
গোকুল আকাশে রং তুলিকায় আল্পনা করে রচনা।
বনানী বুকেতে হরষ না ধরে,
ফুল হয়ে ফোটে থরে থরে থরে ;
গন্ধ বিলায় সমীর-সহায় ফুল্ল কুসুম জানা অজানা।
সারি সারি তরু পথ কিনারায়
গড়িছে তোরণ সবুজ পাতায় ;
শাখে শাখে সুখে আগমনী গাহে সপ্ত সুরেতে বিহগ নানা।

(২১২)

তোর আপনার চেয়ে আপন যে জন
তাঁহারে হারাবি কেমনে ?
কাণ পেতে তাঁরি নূপুরের ধ্বনি
শুনিবি মনের গহনে।
তোরি নিভৃতের আকাশে
সে পাখী উড়ে উড়ে আসে ;

মিলনতমালে শাখা অন্তরালে
লুকায় কভু সে গোপনে।
তাঁহারি রচিত বিরহ-তৃষাতে
তোরি সংগ সুখ-সুধা লভিতে
নিয়ত ব্যাকুল তাঁহার হৃদয়
ছদ্ম লীলার খেলনে।

(২১৩)

শোন্ ওরে অভাগিনি রাই!
চল ফিরে সংসারে ভুলে যা তোর কানাই।
রাধার প্রেমের মান রাখে না যে বেইমান
তারি তরে কেঁদে মরে কি হবে ফল, ভাই?
রূপ দিয়ে মজাইল, কথা দিয়ে ভজাইল;
সরলা গোপিনী সনে চতুরালির অন্ত নাই।
মথুরার ডাক এল, ব্রজপ্রেম বিস্মরিল;
রাজধর্মে প্রেমধর্মের স্থান কি কোথাও নাই?

(২১৪)

ভালোবাসার দোষ কি, সখি? দোষ আমারি কপালের।
বিধির বিধান খণ্ডাইবে সে সাধ্য নাই মানুষের।
গৃহেতে না হইলাম সুখী, সবাই বলে কালামুখী;
রূপগুণ থাকিতে পাই হেলাঘেন্না সংসারের।

কানু-প্রেমের বসন্ত বায় শুষ্ক জীবন-পুষ্প ফোটায় ;
ভালোবাসার বাঁধনু বাসা পরিপূর্ণ আনন্দের।
কটা দিন কাটলো সুখে, ভাঙল স্বপন দারুণ দুখে ;
বাঁধা বাসা চূরমার বজ্রাঘাতে বিরহের।
এবার হয়ে উন্মাদিনী পথে পথে ঘুরব আমি ;
ছি ছি করবে সবাই জানি, দিক্ না কালি কলংকের।

(২১৫)

এ দেহ মোর হল জন্‌জাল।
(এরে) ছাড়া নাহি যায় রাখা আরো দায়
কি বিষম মায়াজাল !
যাঁর লাগি এ দেহ আমার সে গেল ছাড়িয়া ;
কি কাজ সাধিব সখি এ দেহ রাখিয়া ?
এ কায়া-মুক্তি মাগি, পূর্ণ মিলন লাগি'
মেঘেতে বিজলী সম রবো চিরকাল।
গগনেতে যথা নীল, সাগরে তরঙ্গ,
তেমতি প্রিয়ের বুকে হবে অনুষঙ্গ ;
সে সুখ লভিতে সাধ, এ তনু সাধিছে বাদ ;
যতদিন দেহে প্রাণ দুঃখ ততকাল।

(২১৬)

প্রিয়ের বিরহে অন্তর ব্যথা দিনে দিনে চলে বাড়িয়া।
দারুণ আঘাতে হৃদয়তন্ত্রী কেন নাহি গেল ছিঁড়িয়া ?

দুখ সহিবার শকতি আমার ছিল এত কেবা জানিত ?
পাষাণের চেয়ে দৃঢ় উপাদানে রমনী হৃদয় গঠিত।
মরম মাঝারে পুঞ্জিত বেদনা নাহি রাখিবার ঠাঁই ;
কেমনে এভাবে কাটাইব দিন ভাবি মনে ভয় পাই।
মরণ কামনা করি অহরহ, দেখা তার নাহি মিলিল ;
বিশুষ্ক বোঁটাতে জানি না কিমতে আশার কুসুম রহিল।

(২১৭)

এ রূপালি জোছনায়।
কালোরূপে কতো আলো দেখিবি কে, আয় আয়।
ঐ নীপমূলে দাঁড়ায়েছে হেলে,
মুরলী মুখেতে দিলো মধু ঢেলে ;
নয়ন শ্রবণ জুড়ালো আজি রে অতুল মাধুরী মায়ায়।
নদী নীরে হাসে চন্দ্রিকার হাসি,
সুন্দরতর তাঁর স্মিত হাসি ;
যে দেখেছে তায় মজেছে ত্বরায় এড়াবে নাহি উপায়।

(২১৮)

এস বঁধু এস এস।
আমার অঞ্চল বাস দিতেছি পাতিয়া বস তারি পরে, বস।
থাকুক আমার পূজার ভড়ং থাকুক শত কাজ ;
বঁধু এলে আমার ঘরে কিসের তরে লাজ ?
আমার নয়নে নয়ন রাখ, প্রাণধন, মঞ্জুল হাসি হাস।

(২১৯)

ওগো প্রেমিকা-অগ্রগণ্যা !

প্রিয়ের লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৈলে অসামান্যা।

তোমার রোদনে নাহিক বিরতি ;

তব সাথে কাঁদে গোপী সমব্যথী ;

কাঁদে পশু পাখী বন গিরি নদী—;

যমুনাতে অশ্রু বন্যা।

যার লাগি কান্না সে যে অনন্য ;

ব্রজভূমি হলো রোদন-ধন্য ;

প্রিয় বিরহেতে তোমার মতন

দেখিনি এমন কান্না।

(২২০)

গেল দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

যখন হইতে বঁধু গেল মোরে ছাড়িয়া।

কঠিন প্রেমিক যারা ঝরায় প্রিয়ার অশ্রুধারা ;

পোড়ায় তারা প্রেম বিরহাগ্নি জ্বালিয়া।

যত কাঁদি প্রিয়তরে ভালোবাসা বাড়ে কি রে

অশ্রু কি ধোয়ায় তারে পরিশুদ্ধ করিয়া ?

বুঝি না প্রেমের রীতি কুটিল সর্পিল গতি

হরিষে বিষাদে মিশি ওঠে কি সে রাঙিয়া ?

(২২১)

সখি, এবা কি হইল মোরে।
প্রেমের বেসতি মোর সবি নিল চোরে।
আমার, মানে হল অপমান,
মিলনেতে প্রত্যাখ্যান ;
রাজ্য পেয়ে বনবাস অদৃষ্টের ফেরে।
কালাপানি হৈয়া পার
এমন, ঘাটে ভরা ডোবে কার ?
কুল শীল রূপ মান্ ডুবিল পাথারে।
প্রেমের গৌরব চূড়া
বজ্রাঘাতে হৈল গুঁড়া ;
পূর্ণিমার শশী চির রাহুগ্রাসে পড়ে।

(২২২)

যমুনা জলেতে নামি উঠিতে চাহনা।
গত রংগ জান রাই, না পাই সীমানা।
কালিন্দীর কালো জল আরো কালো মেঘে.
কালো রে স্মরিয়া ডুবি থাকো অনুরাগে।
গোধূলি কালিমা আসি'
কালোতে হয় মেশামিশি—
সেই কালো রং মাখি কর অংগ রচনা।

কালোর পিরীতি রাই পাগলিনী কৈল তোরে;
যাহা যাহা কালো রূপ তাহা তোর মন হরে।
আপনি গৌরাঙ্গী হলে
কালো রঙে মজি গেলে;
আঁধারের প্রতি যেন আলোকোর ধাবনা।

(২২৩)

কুটির বাঁধিয়া দে রে যমুনার তীরে।
একাকিনী রবো সেথা বঁধুর লাগি রে।
প্রিয় যারে গেছে ছেড়ে রূঢ় উপেক্ষায়,
গৃহ সংসারে তার কিবা লাগে দায়?
লভিতে জীবনস্বামী অপর্ণার মত আমি
উগ্র তপ আচরিব বিজন কান্তারে।
শবরীর মত, সখি, রবো প্রতীক্ষিয়া
যতদিনে নাহি আসে পরাণ বঁধুয়া;
কুটিরের শূন্য দ্বারে, অনিদ্রায় অনাহারে
করিব জীবনপাত প্রিয়ের লাগি রে।

(২২৪)

যদি বাধা থাকে কাছে মোর আসিতে।

যত দূরে রহ তুমি, পারি ভালোবাসিতে।

মোর প্রেম নহে দেশাকালাধীন, মুক্ত বিহঙ্গম পূর্ণ স্বাধীন ;

দ্যুলোকে ভূলোকে আঁধারে আলোকে বাধা নাই তার চলিতে।

দূরেতে রাখিয়া ভেবেছ কি মনে, কেড়ে লবে মোর প্রেম মহাধনে?

বিরহের শেল বক্ষে হানিয়া পারিবে কি তারে নাশিতে?

প্রেমামৃত মম মৃত সঞ্জীবনী, বিচ্ছেদ-ব্যাধিতে বিশল্যকরণী ;

অমর প্রেমের হয় না মরণ শতেক উপেক্ষা আঘাতে।

(২২৫)

জাগো গো জাগো গো ব্রজনারি ;

পোহাল দীরঘ বিভাবরী।

দেখিবি দেখিবি, আয় গোষ্ঠপথে চলি আয়

সাজিয়া শোভাযাত্রায় মোহন বংশীধারী।

পিছে রাম আগে কানু অধরে লগন বেণু ;

ত্রিভঙ্গ বংকিম তনু শিখীপুচ্ছধারী।

ধেনুযূথ নানারঙ্গে ধাইছে গোপাল সঙ্গে—

চাহি' চাহি' শ্যাম অঙ্গে রূপের মাধুরী।

চক্ষু কর্ণ প্রাণমন দেহ গেহ অনুক্ষণ

ধন্য করিবি, আয়, মোহনিদ্রা ছাড়ি।

(২২৬)

ব্রজের আলো কালোমানিক গেল রে হারাইয়া ;
আদর যতন করিনি, তাই গেল রে পালাইয়া।
নন্দ ভবন ছন্ন ছাড়া ; ঘরে ঘরে হাহাকার ;
গোপালহারা গোয়ালপাড়া দিনের বেলা অন্ধকার ;
প্রেমের পুতুল স্নেহের ছুলাল সবারে গেল কাঁদাইয়া।
দেখিনু মথুরায় গিয়া রাজরাজড়ার হালচাল ,
রাখাল সখার পাইনে দেখা, চোখের জলে ভিজে গাল ;
ব্রজের লীলা সাঙ্গ হল—কে দিবে কানু ফিরাইয়া ?
সুখের পরে ছুঃখ আসে, ছুঃখের পরে সুখ—
মোদের বুকে এখন কেবল পাষাণ চাপা ছুখ ;
সাতটা সাগর সেচি যদি, পাবনা প্রাণ কানাইয়া।

(২২৭)

পাখী নই রে যাবো উড়ে বঁধুরে দেখিতে ;
বায়ু নই রে অলক্ষিতে পাবো পরশিতে।
মায়াবিনী নই রে আমি যাবো যাছু ছলে ;
মুনি ঋষি নইরে যাবো ধ্যানযোগ বলে।

দেবতা গন্ধর্ব নই যাবো ইচ্ছামতে ;
বিদেহী নই কেমন করে যাবো বায়ু রথে ?
মানবী হৈয়া রে মুই পড়িনু বিপদে ;
যাবত জীবন দুঃখ পাবো বিরহেতে।

(২২৮)

যদি নাহি আস মোর সুমুখে ;
তোমারে চাহিয়া যাপিব দিবস
চিরাশ্রুসিক্ত বুকে।
না পাওয়ার চির চাওয়া—
ঘাটে ভিড়িবে না, নাও বাওয়া, শুধু বাওয়া ;
সেই হবে মোর প্রাণের দোসর
মিলন বঞ্চিত দুখে।
যদি নাহি পাই স্থায়ী বাসা,
যাযাবর এই জীবনে আমারে দিও তব ভালোবাসা
তব প্রেমকণা পুরাইবে সাধ
বিরহ মথিত শোকে।

(২২৯)

হার মানিনু গো, তোমারি কাছে ;
কত আশা ছিল মনে হয়ে গেলো মিছে।
তব কাছে পরাজয় সে মোর লজ্জার নয় ;
তুমি বড় আমি ক্ষুদ্র সে স্বীকৃতি আছে।
হার মানি তবু সখা না হৈল নয়নে দেখা ;
নত জানু নারী তব মার্জনা যাচে।
যত অপরাধ মম ক্ষম হে বিজেতা ক্ষম ;
না জেনে করেছি দোষ কিছুই না বুঝে।

(২৩০)

ওগো মোর স্বপনচারি—।
নিশীথ নিদেঁতে গোপনচারি—!
রাতির দুয়ার রয়েছে বন্ধ,
কোন পথে এলে জীবনানন্দ ?
ধোঁয়াটে ছায়ায় অরূপ কায়ায়
মনোহর মায়া বিসারি।
হাতছানি ডাকো, পারিনে যাইতে ;
কতদূরে তবু কত নিকটেতে ;
সুনীল গগন নামে স্বপ্নরথে—
বাজায়ে নীরব বাঁশরী।

(২৩১)

করিতে চেয়েছো মোরে দুঃখবিজয়িনী ;
পিয়াইয়া প্রেমামৃত দিবস যামিনী।
আচম্বিতে ছেড়ে গিয়া রহো দূরে নিরখিয়া—
কি দশায় পড়ে তব প্রেম পিয়াসিনী।
অশ্রুজলে ধোয়া প্রেম হল শুদ্ধিময় ;
আনন্দ বিষাদ ঠাঁই মানিল না পরাজয়।
প্রিয়া আজি স্বগৌরবে প্রিয়েরে না হারাইবে
দূরে বা নিকটে রহো হবে অনুগামিনী।

(২৩২)

প্রতীক্ষা সিন্ধুর তীরে বসে আছি নিরুপায় ;
রঙিন আশার তরী ভিড়িল না কিনারায়।
ব্যাকুল তরংগ রাশি আছাড়িছে তটে আসি,
গুমরে গর্জন ধ্বনি চাপা দুঃখ বেদনায়।
সময়ের মরুপথ হেরিয়া অন্তর ভীত,
নিরর্থ জীবন আয়ু প্রতিপলে ক্ষয় পায়।
গগনের ঝড়ো মেঘ উপজে প্রাণে উদ্বেগ—
আসার পথে আশাতরী যায় বা ডুবে দরিয়ায়

(২৩৩)

রাই. এত ভাবিস্ নারে অকারণে।
নাগরে তোর আন্‌ব ধরে লুকায়ে রহুক্ যেখানে।
তোর প্রেমের জোরে জোর আমারি
ভাঙিব তার জারি জুরি ;
যেথা আছে সে মনচোর বিধিঁব নয়নবাণে।
আমারে করিয়া দূতী
লিখে দে তোর পরিচিতি ;
আনিয়া গোকুলপতি মিলাব তোরি সদনে।
হোক না সে রাজার রাজা
থাকুক্ তার লক্ষ প্রজা ;
মোদের রাইরাণীর খতের খাতক ধরিব সেই সমনে।

(২৩৪)

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদ ২১ শ্লোকে উদ্ধৃত
শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত বিদগ্ধ-মাধব নাটকের ২/১৯ শ্লোকের ছায়াবলম্বনে)

মরণই ভালো সখি, মরণই ভালো ;
তিনটি পুরুষে মোর অন্তর মজিল।
কৃষ্ণ-নামাক্ষরামৃত পান করি মোর চিত
যাঁর নাম তাঁর লাগি হল রে পাগল।

বংশীরব শুনি কানে মন না ধৈরয মানে।
বংশীধরে দেখিবারে হল বিয়াকুল।
পটে শ্যাম-কান্তি দেখি উৎকণ্ঠিত প্রাণ পাখী ;
যাঁর ছবি তাঁর তরে অসীমে উড়িল।

(২৩৫)

"সে নহে রমণ, সই মুই নহি রমণী ;
প্রণয় পিষিয়া হিয়া এক কৈল জানি।"
একই মন এক আত্মা প্রাণে প্রাণে লীন ;
নিঠুর বিধাতা দেহ করিল বিভিন্ন।
বিরহ অনল জ্বালি দহিছে সতত
দারুণ জ্বলুনি তার সহি আর কত ?
এ দেহ শ্যামেরি দেওয়া জানিস নিশ্চয় ;
আগুনে না দিবি কভু নহে যমুনায়।
মরিলে বাঁধিবি দেহ কেলীকদম্বে ;
যেথায় মিলন হোত প্রাণবন্ধু সঙ্গে।

* (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদের ৪২ শ্লোকের পর কবিরাজ গোস্বামীকৃত গীতের ৩য় ও ৪র্থ পদ)

(২৩৬)

ভাঙ্, সখি, তোর ভুল ;
মরমের তলে রয়েছে লুকানো তোরি প্রাণপুতুল।
দিব্য নয়ন তোর দেখ্ রে মেলিয়া
প্রেমরসে তোর আছে সে মিশিয়া ;
পলকের তরে হারায় না কভু, তরুর যেমন মূল।
শিকড়ের মত রহি সে তলাতে ;
নিতি নানারস লেগেছে যোগাতে ;
সে রয়েছে, তাই রয়েছে বাঁচিয়া—
বিরহ সে তোর ভুল।

(২৩৭)

সুখে থাকি দুঃখে থাকি কিবা যায় আসে ?
যদি গো পরাণ বঁধু তুমি থাকো পাশে।
সংসারের ঘৃণালজ্জা কিছু নাহি গণি ;
তোমারে বুকের মাঝে পাই যদি আমি।
লাগুক না মোর মুখে কলংকের কালি ;
তোমার প্রেমের জলে ধুইব সকলি।

যত ওরা দিক গালি পরুষ ভাষায় ;
তব সনে প্রেমালাপে ভুলিব তাহায়
গগনে পবন সম ভালবাসা মোর
তোমারে ঘিরিয়া রবে আত্ম-বিভোর

(২৩৮)

সখি রে ! কর্ণমুখে পিয়াও কৃষ্ণনাম ,
সুধানাম ঢালো অবিরাম ।
ঢালিতে ঢালিতে নাম
মরমেতে পশে যদি—
তবেত পুরিবে মম
চির মনস্কাম ।
বিরহ মথিতা হিয়া
মরে বুকে আছাড়িয়া ;
নামৌষধি পানে হবে
ব্যাধির আরাম ।
বল্ তোরা নাম তাঁর
শত কণ্ঠে লক্ষ বার ;
বাহুরিবে মনোকুঞ্জে
নব ঘন শ্যাম ।

(২৩৯)

নিঝুম নিশুতি রাতে
প্রিয়ের অপেক্ষাতে।
নিঁদহারা আঁখি মোর
জাগে গবাক্ষেতে।
দিবসের কোলাহলে
হয়তো সে গেছে ভুলে ;
রজনীর অবসরে
পড়ে যাবে চিতে।
দূরের আকাশ থেকে
ভ্রূকুটি করিছে মেঘে ;
তরুশির কেঁপে ওঠে
উদাসী হাওয়াতে।
আচম্বিতে পদধ্বনি
শুনায় আশার বাণী—
কে যেন আসিছে ধীরে
চাহি মোর ভিতে।
অচেনা পথিক, হায়
পথ বেয়ে চলে যায় ;
মোর বুক ভেঙে যায়
নিরাশা আঘাতে।

(২৪০)

আর কি লহরী মালা নাচে যমুনায় ?
যেমন নাচিয়া ছিল রাসপূর্ণিমায়।
নাচের সে মহাধুম নেচেছে ফুল্লকুসুম ;
নেচেছে মলয়মন্দ তরু লতিকায়।
নেচেছিল নরনারী বনরাজী গিরিদরী—;
নেচেছিল জীবকুল আনন্দ লীলায়।
নেছেছিল অবিরাম শত শত গোপীশ্যাম ;
নেচেছে বিশ্বনিখিল রাসভঙ্গিমায়।
স্মরি সে রাসনর্তন নাচিতে উৎসুক মন,
রাসনাটুয়া কোথা কে আর নাচায় ?

(২৪১)

তাঁর বাঁশি বাজে, ঐ বাজে।
ঘন ঘন বাজে বন মাঝে ॥
যাঁর গৃহ যাঁর কাজ সেই মোরে ডাকে আজ ;
ঘর হতে টানে মোরে পথের মাঝে।
ও বাঁশির আবাহন বারেক পশিলে কাণে ;
উতলা হইয়া ছুটি রহিতে আর পারিনে।

লোকে যা ভাবে ভাবুক্ যা খুসী বলে বলুক্ ;
নারিব ছাড়িতে তারে নিন্দা ভয় লাজে।
যদি পাই তাঁর ঠিকানা, যে করে করুক মানা ;
যেতেই হবে রে মোরে থাকা যাবে না যে।

(২৪২)

আমার দুখের নিশি যদি না পোহায়।
সুখভানু প্রাণাকাশ যদি না রাঙায়।
বিরহের ব্যথাভার
সহিতে নারিব আর ;
বুক ভেঙে যাবে মোর মর্ম্মবেদনায়।
রমণীঅন্তর জ্বালা
বুঝে না নিঠুর কালা।
কেমনে বুঝাব আমি নারী নিরুপায় ?
আমার হৃদয় তলে
সে আগুন নিতি জ্বলে ;
তামাম্ যমুনা জলে নিভানো না যায়।

(২৪৩)

তোমার প্রেমের ভাষা বুঝা হল দায়।
তোমারে বাসিলে ভালো দুঃখ না ফুরায়।
প্রিয়জনে দূরে ঠেলে পাপীজনে টানো কোলে;
কৃপণ তোমার কৃপা ভক্তের বেলায়;
তোমার প্রেমের রীতি কুটিল বংকিম অতি;
খেয়ালী তোমার মতি যুক্তি নাহি তায়।

(২৪৪)

তোমার কর্মে আমার মর্মে
বিরোধ বাঁধালে আজ।
আমার বন্ধু আমারে ভুলিয়া
তুমি হলে মহারাজ।
আমার প্রাণের নিভৃত বন্ধনে
বাঁধা ছিলে, প্রিয়, একাত্ম মিলনে;
বিশ্বসভায় এল তব ডাক
সাধিতে জগত কাজ।
ভেবেছিনু যাঁরে একান্ত আমারি,
চেয়ে দেখি তিনি বিশ্ববিহারী;
বিশ্ব নাটকে সাজে সে নায়ক
নতুন নতুন সাজ।

(২৪৫)

তোরা বলিস্ প্রেমের ঠাকুর, এই তাঁর প্রেমের নমুনা ?
প্রেমিক জনে এমন করে করে কি অবহেলনা ?
কুলের ধরম সরম খোয়ায়ে বাহির হৈনু পথে,
পথের ধূলায় ফেলিয়া সবায় উধাও হইল রথে ;
প্রেমের মূল্য না শুধিয়া অনায়াসে কৈল বঞ্চনা।
যতই করিস্ সেবাযতন সারা জীবন ধরে :
পর কি কখনো হইয়া আপন থাকবে রে বুক জুড়ে ?
যদু কুলের মাথার মনি ব্রজকুলের সে কেহ না।

(২৪৬)

আজিকার কালো নিশা না পোহালে ছিল ভালো ;
শ্যামশূন্য বৃন্দারণ্য দু'চোখেতে দেখতে হলো।
যদি নিশি না পোহাতে বান ডাকিত যমুনাতে,
ভাঙিত ব্রজের কূল চুকিত ব্যথা বিপুল।
প্রাণেতে বাঁচায়ে রেখে, নিঠুর কালিয়া দেখে
শোকের পাথার মাঝে কেমনে ব্রজ ডুবিলো।
প্রেমের পরখ তরে মরণ কবলে ছুঁড়ে
যে জন, তাহারে তোরা কেমনে প্রেমিক বলো ?

(২৪৭)

কতকাল, সখা, হেরিনি বদন

প্রাণ বাঁচে কি করিয়া ?

ভিন্ দেশে তুমি কর উৎসব

দীনজনে উপেক্ষিয়া।

বড় হয়ে তুমি ছোটরে ত্যজিলে,

শৈশব কৈশোর-প্রীতি ভুলে গেলে ;

যৌবন-করম-স্রোত কলরোলে

পুরাতন গেল ঘুচিয়া।

পেছনে যা ফেলে আগে চলে যাও,

উপেক্ষিত-কান্না শুনিতে না পাও ;

যে অতীত বুকে ধরে কীর্তি তব

তারে যাও পদে দলিয়া।

(২৪৮)

কহ কহ, মধুমালতি !

মধুপুরে গিয়া কেমনে বঁধুয়া কাটায় দিবস রাতি

মনে কি পড়ে না গোঠে মাঠে খেলা,

মনে কি পড়ে না ব্রজ গোপবালা ;

ভুলিল কি কানু নন্দ যশোমতী

এবা কি পিরীতি রীতি

মনে কি পড়ে না যমুনার তট,
মনে কি নাহি রে প্রিয় বংশীবট
ভুলিল কি, হায় শ্যামসুন্দর
রাসের নৃত্য গীতি ?

(২৪৯)

(সখি রে) কত আর অপেক্ষিব ?
আসিবে আসিবে আসিবে ভাবিয়া কত মনে প্রবোধিব ?
কতদিন আর রবো না দেখিয়া,
কি ফল শূন্য-জীবন রাখিয়া ?
বিফল হইল সকল সাধনা
কেমনে ঈপ্সিত লভিব ?
নিশা অবসানে অরুণ উদয় ;
আমার রজনী কভু না পোহায়,
আঁধারে নয়ন হারাল দৃষ্টি
আর কি সে আলো দেখিব ?

(২৫০)

বারণ কর্ সখি যেন সে বাজায় না ;
বিষম বাঁশীর সুরে যেন মন মাতায় না

কুলবধু গোপবালা জানে সে চতুর কালা,
সংসার কাজে সহি কত যে যাতনা জ্বালা ;
সহসা বাঁশীর গানে উচাটন করি' প্রাণে
দারুণ বিপাকে সখি, যেন সে ফেলায় না।
অন্তর-মণিকোঠায়, যে আছে মোর প্রেমবাসায়
জীবনের দিন মোর যাঁর লাগি কেটে যায় —
এমন করে বাজিয়ে বাঁশি নারীধর্ম সকল নাশি'
আমারে পাগল করে (যেন) পথের মাঝে তাড়ায় না।

(২৫১)

ওগো সুচতুর চোর !
কিভাবে কেমনে কোন পথে আসি' হরিলে চিত্ত মোর ?
জীবন যৌবন বিফল জানিয়া
রয়েছি আগলে দুয়ার আঁটিয়া ;
কেমনে কৌশলে সে ঘরে পশিলে ভাবিয়া না পাই ওর।
গৃহকাজে আর মন নাহি লাগে,
মিলন নিকুঞ্জে গিয়া পড়ে থাকে ;
ধরম করম হরিয়ে সকলি ফেলিলে সংকটে ঘোর।

সমাপ্ত